বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

[কাব্য]

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

বিরচিত।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

(2) প্রকাশিত।

ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৮৫ সাল।

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গপত্র।

———:০:———

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

খুড়া মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু—

তাত!

এই অভিনব কাব্য কুসুম আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

সেবক

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

মুখবন্ধ।

প্রায় ১৪। ১৫ বৎসর হইল আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় এই অভিনব কাব্য খানি রচনা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানি মুদ্রিত বা জনসমাজে প্রকাশ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। সংপ্রতি এক দিবস হস্তলিখিত পুস্তক খানি আমার হস্তে পতিত হয়; আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য। এখানি সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; বস্তুত অভিনিবেশ পূর্ব্বক একবার পাঠ করিলেই কাব্যানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কিরূপ মহৎ এবং কবি ইহাতে কিরূপ অসামান্য কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আমি এক আমার রুচির উপরেই নির্ভর করিয়া এই ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। বঙ্গদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কাব্যানুরাগী সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমি এখানি দেখাই, তাঁহারা পাঠ করিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি সেই সাহসে উৎসাহিত হইয়া বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার মুদ্রিত ও প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে কাব্যরস-প্রিয় পাঠকগণ এখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

রাহুতা — শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

২০ এ ফাল্গুন।

প্রকাশক।

গ্রন্থস্থিত বিষয়পুঞ্জ।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

[কাব্য]

শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

বিরচিত।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত।

ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১২৮৫ সাল।

মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গপত্র।

———:০:———

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

খুড়া মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু—

তাত!

এই অভিনব কাব্য কুসুম আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম।

সেবক

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

মুখবন্ধ।

প্রায় ১৪। ১৫ বৎসর হইল আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় এই অভিনব কাব্য খানি রচনা করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখানি মুদ্রিত বা জনসমাজে প্রকাশ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। সংপ্রতি এক দিবস হস্তলিখিত পুস্তক খানি আমার হস্তে পতিত হয়; আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অপূর্ব্ব অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য। এখানি সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক; বস্তুত অভিনিবেশ পূর্ব্বক একবার পাঠ করিলেই কাব্যানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য কিরূপ মহৎ এবং কবি ইহাতে কিরূপ অসামান্য কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আমি এক আমার রুচির উপরেই নির্ভর করিয়া এই ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। বঙ্গদেশের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কাব্যানুরাগী সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিকে আমি এখানি দেখাই, তাঁহারা পাঠ করিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি সেই সাহসে উৎসাহিত হইয়া বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার মুদ্রিত ও প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে কাব্যরস-প্রিয় পাঠকগণ এখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলেই আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব।

রাহুতা — শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

২০ এ ফাল্গুন।

প্রকাশক।

গ্রন্থস্থিত বিষয়পুঞ্জ।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

[কাব্য]

প্রথম সর্গ।

কর অকিঞ্চন দাসে করুণা-কটাক্ষ
মধুময়ি কবিতা-সুন্দরি !
করি মনে শঙ্কা ; কিন্তু যদি দীন জানি
দেহ মা অভয়, পূজি তব পা দুখানি
দুঃসহ এ ভব-তাপ নিবারণ করি।

তোমার প্রসাদে মাগো বল কে না ভবে
ভুঞ্জিয়াছে আনন্দ সুন্দর।
বররুচি, বরপুত্র কালিদাস কবি—
(ভারত সরসে কাব্য-পদ্মোদ্যান-রবি)
সাজাতেন ও রাঙা চরণ নিরন্তর।

ধন্য শিল্পী সেই প্রিয়তম পুত্র তোর !
বাখানি গো কারিগরি তার !
কোন্ রত্নাকর সিঁচি চুনি চুনি মণি
আনিলেন সাজাইতে ও পদ জননি ?
সে রত্ননিধি কি অন্যে দেখাইবে আর ?

লভে সুধা অমরে ক্ষীরোদার্ণব মথি
কৌস্তুভাদি রত্ন যত আছে ।
ভিখারী হরের ভাগ্যে উপজে গরল !
কেমনে মথিব মাগো কাব্যনিধি বল ?
অভাগার ভাগ্যে উঠে হলাহল পাছে !

আছে বা কি রত্ন আর সাজাতে তোমারে
দিয়াছেন সকলি প্রচুর ।
কোন্ অঙ্গে কোন্ ভূষা বাকি আছে আর ?
কেমনে নূতন গাঁথা গাঁথি পুনর্ব্বার ?
করিবে নূতন কবি মন-খেদ দূর ?

ভক্তিভাবে শাক্ত যথা শক্তি-কণ্ঠে দিলে
সুনির্ম্মল রক্তজবা-হার—
পরেন সাদরে মুক্তকেশী উমা তায়
রত্নরাজি পরে । হে মা, তেমনি আমায়

প্রথম সর্গ।

যে যাতে, জননি ! হয় প্রসন্ন যখন
নাহি হেলা তায় তুচ্ছ বলি।
রাজভোগ ত্যাগ করি প্রীতি ফল মূলে,—
পুষ্পদামে সুখ, মণিময় মালা খুলে।
অন্তরের অনুরাগে হয় মা সকলি।

তাহার প্রমাণ তুমি জান ত বিশেষ ;—
রত্নসম কিবা রত্নপুর,—
কোটি চন্দ্র সুশোভিত মহেশ ভবন
অথবা অমরাবতী ইন্দ্রনিকেতন,
সুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি আনিল অসুর।

এ হেন নগর-রত্নে রাজ-রত্ন ধীর
বিরাজেন শ্রীসিন্ধু সুমতি।
বিমল বিবেক, সন্ধিরত সর্ব্বক্ষণ।
সুরস বাৎসল্য-রসে করেন পালন
প্রজাপুঞ্জ, প্রজাপুঞ্জপ্রিয় নরপতি।

যেমতি নলিনী-নাথ, হীনপ্রভ, যান
হৈমচূড়, উজলি ভুবন
সারাদিন করজালে। মহিমা-ছটায়
তেমতি মহিমার্ণব ধীর নৃপ রায়
উজলি ধরণী স্বর্গে করেন গমন।

একমাত্র রাজস্থত,—নাম বিরাজাঙ্গ
বসিলেন সাদরে আসনে।
বিকসিত অভিনব মধুর যৌবন,
হৃদি-কোষে নাহি তাহে বিবেক-রতন,
কি ভীষণ হল এবে প্রভুত্ব-মিলনে !

যথা ছার খার হৈম-লঙ্কাপুর, ঘোর
মন্দমতি দশানন দোষে,
ভিখারী রাঘব-হৃদি-সীতা-নিধি হরে,
আর কত কুলবধূ। তেমনি সত্বরে
মজে বুঝি রত্নপুর, পুরজন রোষে।

প্রমোদ-বিলাসে মন রত নিরন্তর
রাজকাজে নাহি ক্ষণমতি।
কাঁদে দুখে রাজবধূ, কাঁদেন জননী
(প্রসাদে যাঁহার লোকে দেখে এ অবনী
তবু নরাধম মূঢ় না করে ভকতি !!)

বন্দী করি জননীরে বন্দীশালে মূঢ়
প্রমোদ বিপিনে সুখভুঞ্জে।
রুষিল সকল বৈরি ; গ্রাসিল বিস্তর
দেশ ; জয় লভিল সমরে নিরন্তর ;
খেদিল পীড়ন করি কত প্রজাপুঞ্জে।

নির্ম্মল সদ্গুণ-নিধি গুণেন্দু সচিব
নৃপতির পিতৃমিত্রধন—
পলিত কুন্তল, জ্ঞানে গিরি-সুতাসুত—
করীন্দ্রবদন; সুগভীর বুদ্ধিযুত,
যত্ন করি প্রজাপুঞ্জে করেন পালন।

অদূরে নগর প্রান্তে প্রমোদ-কানন
নন্দন-কানন-শোভাধর—
বিরচিত তরঙ্গিণী-তটে; কুল কুল
সদা জল-হিল্লোল-কল্লোল; প্রেমাকুল
হয় প্রেমে নাদ শুনি, প্রেমিক অন্তর।

চিত্ততন্ত্র যাহার যেমন সে কল্লোলে
বাজে রে তেমতি তান লয়।
কেহ শুনে কল কল কেবল কল্লোলে;
কারো প্রাণ নাচে দোলে প্রেমের হিল্লোলে;
নীচগামিশব্দে কেহ নীচগামী হয়!

চৌদিকে বেষ্টিত বন হিরণ্য-প্রাচীরে।
নানা তরু রোপিত সে বনে।
দুলিছে কোথাও ধীরে নবীন পল্লব,
কোন খানে ঝর ঝর নব পাতা সব
মন্দ মন্দ সুসেবন মলয়া পবনে।

অবনত কোন খানে শাখা ফুল ভরে;
মকরন্দ-গন্ধে বন ভোর।
গুঞ্জরে ভ্রমরপুঞ্জ, কোকিল কুহরে,
এ হেন বিপিন মাঝে সতত বিহরে,
প্রেমানন্দে মত্ত মন, সে নব কিশোর।

গগনে উদিত ভানু,—মধুর প্রভাত,
রত্নাসনে বসিলা নৃমণি,
শীতল সলিলে স্নান করি কুতূহলে—
শোভিল আকাশ যেন সুধাংশুমণ্ডলে,
শারদ সময় পেয়ে নির্ম্মল রজনী।

পাত্র মিত্র বয়স্ক ফিরিছে অগণন—
ফিরিছে চৌদিকে বামাদল।
চর্চ্চিত করিছে তনু কেহ বা চন্দনে
কুঙ্কুম কস্তূরী স্নিগ্ধ অগুরু লেপনে—
পরাইছে কেহ যত্নে রতন উজ্জ্বল।

বাজিল মোচঙ্গ বীণা, মধুর আরবে,
নাচিল নর্ত্তকী তালে তালে;
রম্ভা তিলোত্তমা যথা ত্রিদিব-আলয়ে।
গাইল গায়কী দিব্য তান মান লয়ে
তুষিতে সুরস রঙ্গে নব মহীপালে।

রাজভোগ উপভোগ করিয়া সানন্দে
পুনশ্চ বসিলা ক্ষিতীশ্বর
মরকত চুম্বিত কনকসিংহাসনে।
এ হেন সময়ে আসি মধুর ভর্ৎসনে
কহিলেন নৃপতিরে ধীর মন্ত্রিবর—

'বাঁচিলে অধিক কাল অধিক দেখিতে হয়—
তা না হলে আজি কেন ফাটিবে হৃদয়!
বৎস? তোর দশা দেখে হয়েছি পাগল;
রাবণের চিতা চিতে জ্বলিছে কেবল!
এই সে রাজার রাজ্য, এই বংশ সেই,
বেঁচে আছে এখনো সচিব তাঁর এই;
তবে কেন সকলি যেতেছে ছার খার?
রাজ্যময় স্বধু কেন শুনি হাহাকার?
অমৃতে সিঞ্চিত হৈমতরু রত্নরাজি
প্রসবিবে, কার না ভরসা হয়? আজি
ভাগ্য দোষে আহা মরি! বিষফল ধরে
আশার সেবিত সেই দিব্য তরুবরে!
যতনে শিখিলে বিদ্যা সাধিলে সুগুণ,
রাজনীতি, রাজকার্য্যে হইলে নিপুণ;—
করিতে গৌরব কত জ্ঞানের, বিদ্যার;
পরিণামে এই ফল ফলিল কি তার?
কীর্ত্তিহ্রদে কোকনদ, বৎস গুণধাম,
ভাসাইলে যৌবন-তরঙ্গে পিতৃনাম?

নমিয়া কিরীট তব পিতৃপাশে আসি,
শোণিতাদ্র্ কর্তলে দিত কররাশি
পৃথিবীতে বসে যত নৃপতি সমাজ।
নারীর ছলনে, তুমি বীরপুত্র আজ
নম্রশির—দেহ কর পরম আদরে
কিসলয়-রাগ-রক্ত রমণীর করে!
মত্ত মতঙ্গজে কি রে মৃণালে বাঁধিল
কমলিনী? কাল ভুজঙ্গিনী কি ভুলিল
ভেকের কুহকে? ঘোর প্রলয়-পাবক
নিবালে ফুৎকার-জলে শফরী শাবক?
বীরদর্পে সজ্জা করি রুধি যুদ্ধস্থল
সেনাবর্গে ভুজবীর্য্য যুদ্ধের কৌশল
দেখাতেন নিয়ত সম্রাট। হেষে রোষে
আস্ফালি ছুটিত অশ্ব দগড় নির্ঘোষে,—
লাগিত কর্ণেতে তালি তূরী ভেরী নাদে।
দেখিয়া সে সব—প্রাণ দহিছে বিষাদে—
নাহি তূরী নাহি ভেরী দামামা সে সব,
না আছে দগড়া কাড়া নাগরার রব!
এখন শুনিছে সুধু সেই বীরপুর
মোচঙ্গ মুরলী বীণা নুপূরের সুর!
হা নগরি, বীরপ্রসূ! কাতর কি তুমি
বিক্রম প্রকাশি? তাই চির বীরভূমি
শান্তভাবে নিদ্রার সম্ভোগে অচেতন
আজি? ভুলেছ কি তুমি পূর্ব্ব বিবরণ

বাঁধিলা অম্বুধি যবে কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি
কপিব্রজবলে—কাল ঘুমে মূঢ়মতি
শূর কুম্ভকর্ণ ভোর। নির্ব্বীর নগর,
ভস্ম হৈমহর্ম্ম্যমালা—বিহ্বল অন্তর
তবু ও কর্ব্বুর বলী—বীরচূড়ামণি।
তেমতি তোমার কি মা ঘুমের রজনী—
পোহাবে রিপুতে সব করিলে বিনাশ—
মিটিবে এ কাল নিদ্রা-সম্ভোগের আশ ?
বীরেন্দ্র কুলেতে জন্ম বীর-অঙ্গ-জনু,
ফেল খুলি ফুলহার, ধর শর ধনু।
কেন রে বীণার বাণী ও কাণ ভুলাবে ?
ভেরী রবে ধরা খানা তোলাবে দোলাবে।
সাজে কি রে বালাব্রজ নৃত্য কাছে তব,
রণসূরি ? এই কিরে তোমারে সম্ভব ?
হুঙ্কারে টঙ্কার চাপ নাচায়ে সেনারে,
বহাও প্রবাহ বৈরি-রুধিরের ধারে।
বিমুখ যে মূঢ় রাজধর্ম্মে, বৃথা তার
জন্ম রাজগেহে—ভীরু নর কুলাঙ্গার।
হৃদয় শোণিত দিয়া রাখিবে প্রজারে,
রাখিবে প্রজার ধন, মান। অবিচারে
থাকিবে বিরত সদা। আলস্য বিলাস
শীধুরসরাশি,—মাৎসর্য্য, রাজ্যনাশ
নিশিত অঙ্কুশ,—এই চারি পরিহার
সতত করিবে ভূপে। নাশিল তোমার

সমরে অসংখ্য চমূচয়, রিপুদলে—
জিনিল অনেক দেশ। বীরপুত্র বলে
নাহি কি হৃদয়ে অভিমান, বীরর্ষভ?
ছাড়ে কি পৈতৃকভাব যৌবনে করভ?
বীরমাটি মাখি আঁটি কটির বসন
রুদ্ররূপ, বীরভদ্র, কররে ধারণ;
স্পর্দ্ধাভরে আস্ফালিয়া ভীম ভুজবর
গিরিতে আছাড়ি গিরি গুড়া নুড়া কর।
হা সুত! ভূপতি-কুল-তিলক প্রধান!
ধিক থাক্ প্রাণে তোর! কঠিন পাষাণ
দিয়া অন্ধ বিধি তোর গড়েছে হৃদয়।
এই কি উচিত তোর? কেমনে নিদয়
হয়ে, রাজনিধি! বন্দীশালে জননীরে
রাখিলি নিগড়ে বাঁধি? নয়নের নীরে
ভাসিয়া সতত মাতা বক্ষে কর হানি
কাঁদেন নীরবে মনোদুখে। নাহি জানি
কোন্ অপরাধে অপরাধী মাতা তোর,
ভুঞ্জেন এরূপ তাই যন্ত্রণা কঠোর?
কোটি কল্প অপরাধ জননীর যেই
নহে সে ও গ্রহণীয়। নীতি বাক্য এই
কহিনু তোমারে। গ্রহ রুষ্ট হয় যারে
না ঘটে বিপাক তুষ্ট রাখিলে মাতারে।
বল দেখি, বৎস! কোন দোষে দোষী তব
চরণের দাসী—ছায়ারূপা? অসম্ভব

একাজ কেমনে তোরে সম্ভবে অবোধ ?
বিক্রীত চরণে তব জনমের শোধ
অভাগিনী যেই, তার ভাগ্যে এ দুর্দ্দশা ?
রমণী-জন্মের সাধ, আহ্লাদ ভরসা
পতি-ধন। আশাপথে কণ্টক বিস্তারি
নিষ্কণ্টকে আছ হেথা। দুখিনী সে নারী
কাঁদেন বিরলে, পতিপ্রাণা নিশি দিন।
নাহি রুচি অন্ন জলে ; বিষাদে মলিন
স্বর্ণ-তনু। আশ্রিত জনের প্রতি কর
এত হেলা, নাহি লাজ, রাজবংশধর ?
কৌমারে করিবে বিদ্যা অভ্যাস যতনে ;
রাজধর্ম্ম যথাসাধ্য সাধিবে যৌবনে ;
বার্দ্ধক্যেতে মুনিবৃত্তি করিবে পালন
এই বিধি চিরদিন পূজিত রাজন্।
দুষ্পার ভবাব্ধি-ভেলা না করি নির্ম্মাণ
ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকে যে অজ্ঞান
যন্ত্রণার চিত্রমাত্র নৃত্য করে রঙ্গে—
তরঙ্গে উঠিছে আর মিশিছে তরঙ্গে।
ছিঁড়ি মোহপাশ, এস, দেখাব তোমারে,
বৎস, শান্তিকমলিনী ; কিংশুক-কান্তারে
কি রস ভুঞ্জিছে মনমধুকর তব ?
সতত দেখাব, এস, কত মহোৎসব
ললিত কিঞ্জল্কজালে সুজ্ঞান-সরসে।
প্রীতি যদি এত তব, প্রিয়পুত্র, বসে

দেখিতে মন্থর গতি ; দেখাব আদরে
যোগীন্দ্র-মানস-হংস যেখানে বিহরে।
'সুখী কি স্বরূপে ? এস সে সাধ মিটাব
বোধ-বিধু-মুখ-প্রভা খুলিয়া দেখাব।'
হায়, কোথা কবে মুগ্ধ মধুর মুরলী
রবে, যবে বধির নিকটে গীতাবলী
গায় সুগায়ক ? নম্রমুখ নরমণি
শুনি হিত কথা। এবে আইল রজনী
মঞ্জুল নিকুঞ্জধামে ভুঞ্জাইতে ভোগ
সম্ভোগ-মন্দিরে। বৃথা এত অনুযোগ,
বৃথা এত উপদেশ ! স্বস্থানে ফিরিয়া
গেলেন অমাত্য চিত্তে বিপত্তি গণিয়া।

——:০:——

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

দ্বিতীয় সর্গ।

হিরণ্য-পালঙ্কে বসি হিমাংশু-লাঞ্ছন
হাসিলা ইঙ্গিতে মৃদু, হাসি বামাগণ
হানিলা অপাঙ্গ বাণ। প্রিয়ঙ্গু, কস্তূরী
কালিয়, কক্কোল আদি গন্ধদ্রব্য পূরি
আনিল কনক-দানি, সাজাইল থরে
থরে পান-পাত্র ; প্রেমানন্দে নৃত্য করে
ভঞ্জিয়া মৃণালভুজ, ঢুলু ঢুলু মরি
আসবে, বাসব-বাঞ্ছা দিব্য বিদ্যাধরী।
ভাঙ্গে যোগীন্দ্রের যোগ (রবে কি সে ধ্যানে !)
কোকিল-সুকণ্ঠ-কল-নিনাদিনী-তানে।
জ্বলিছে প্রদীপ বৈক্রান্তের দীপদানে
উজলি নীলাম্বুনিভ বিচিত্র বিতানে
রত্নরাজি। ফিরিছে কিঙ্করী, ঢুলাইছে
মোরছল ; কেহ বসি যতনে চাপিছে
পদাম্বুজ ; আরাধি কঠিন আরাধন—
আদর-দুর্ল্ভা সুষুপ্তির আগমন।
কহিলা নৃমণি প্রাণে হইয়া কাতর,—
'হা স্বজনি ! নাহি জানি সতত অন্তর

কি জন্য দহিছে মম ! সাধ নয় আর
থাকি এই গেহে। হায় ? কি হলো আমার
সম্বৎসর ধরি ; রাজভোগ নাহি লাগে
ভাল, থাকি সদা, সখি ! মনের বিরাগে !'
শুনিয়া শিহরি যত সহচরীগণ
কহিলা ভূপেরে—'হায় কি জন্য এমন
বিষাদে বিলাপ কর নৃপতি-ভূষণ ?
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য তব,—প্রচণ্ড প্রতাপ
সাজে কি ভূপতি তব এরূপ বিলাপ ?
এস, পাড়াইব ঘুম, থাক শান্ত চিতে ?'
লাগিল অঙ্গনাগণ চরণ চাপিতে।
না হয় স্বগুণে কৃপা-সঞ্চার যে মনে
কিবা ইষ্ট তুষ্ট করি তাহারে সাধনে।
এলেন সুষুপ্তি দেবী—শ্রান্তি—বিনাশিনী—
মধুময় বিরাম বিতরি, বিনোদিনী
জগত-বাসনা বুঝি মায়ায় ছলিতে।
যথা দেব দ্বৈপায়নে সমাধি-বেদীতে
নিরশনে যবে, শিরে জটাজুট—চক্ষে
বারিধারা প্রেমে, অঙ্গে ভস্মরাশি, বক্ষে
অক্ষমালা বসিলা কঠোরে গঠি কাশী—
মর্ত্ত্যে মোক্ষ-সেতু, ছলে দক্ষ-সুতা আসি
হলেন বরদা। তুমি জগতে ললনা
শান্তরসে, নিশিশেষে করিয়া ছলনা
নেত্রপুট-পদ্মাসনে বসিলেন হাসি।

ভেদিল হৃদয়—প্রবেশিল স্বপ্ন আসি।
নিশ্বাসি সঘনে—ছাড়ি আতঙ্কে হুঙ্কার
বসিলেন নরমণি। জ্বলন্ত অঙ্গার
জ্বলিল অন্তরে; ঘন কাঁপিল হৃদয়।
চারি দিকে সহচরী সকলে সভয়।
কহিলা কাতর স্বরে নৃপতি-ভূষণ—
'যাও সবে,—আন ত্বরা অমাত্য-রতন।
দেখিয়াছি স্বজনি গো স্বপ্ন ভয়ঙ্কর
ফাটিছে অথবা যেন পুড়িছে অন্তর।
কি বলিব যে হতেছে প্রাণেতে আমার
এক তিল ধৈর্য্য ধরা হইয়াছে ভার।'
পাইয়া আরতি দূতী ছুটিল ত্বরিত
জ্যোতির্গতি অমাত্য মন্দিরে উপনীত।
নিদ্রালস্যে উঠি মন্ত্রী আকুল জৃম্ভণে
ত্রস্ত হয়ে আসিলেন মঞ্জু কুঞ্জবনে।
বসেছেন নরমণি রতন-পালঙ্কে—
বিভাহীন বিভাবসু; কম্পিত আতঙ্কে
মলিন অধর। চারি দিকে বামাগণ
করিছে ব্যজন ঘন, সিঞ্চিছে চন্দন,
দিতেছে অধরে ধরি বিবিধ মধুর
রস বদনেতে তুলি, তবুও বিধুর
বিষাদে নৃমণি। দেখি কাছে মন্ত্রিবরে
নয়নের জলে ভাসি, গদ গদ স্বরে
আরম্ভিলা স্বপ্নকথা নিশ্বাসি গভীর

ভূপতি-বংশের কালী বিরাজাঙ্গ বীর।
‘হে মন্ত্রি?
সলিল তুষার রাশি নিহার নিশির
হৈমগুণে এসব প্রধান পৃথিবীর।
আছে কি তাদের আর
শীতলতা সে প্রকার?
কিম্বা তারা পাত্র ভেদে গুণ ভেদ ধরে?—
লবণ বাড়বানল নীলাম্বু সাগরে।
তুহিনে নলিনীদল
যত্নে করি সুশীতল;
বায়ুর হিল্লোল তাতে করেছি সেবন
ঢেলেছি সলিল অঙ্গে মেখেছি চন্দন।
এ প্রাণের জ্বালা তায়
কিছুতেই নাহি যায়;
এ হতে অনেক ভাল শরীর দাহন
এ দাহে ভিতরে উঠে গুমরিয়া মন।
এ যন্ত্রণা কি প্রকার
প্রকাশিয়া বলা ভার,
সে জানে স্বপ্নের ক্লেশ আছে যার জ্ঞান,—
পোড়ে না সুধই যেন জ্বলে যায় প্রাণ।’
বিস্ময়ে কহেন মন্ত্রী—‘কি হলো রাজন্?
কি জন্য কাতর তুমি হয়েছ এমন?
এই তো সলিলোপরি
মারকতী ভাতি ধরি

নাচিয়া খেলিতেছিল বিশ্ব চমৎকার;
এখনি কিরূপে লয় হইল তাহার?
এই তো দেখিনু হাসি বদনে খেলিছে,—
প্রদোষ জলদ কোলে দামিনী ঢুলিছে।
কেমনে সে হাসি নাশি
দুঃসহ সন্তাপ রাশি
হৃদয় ভবনে তব প্রকাশে বিক্রম,—
পলকে এরূপ ঘোর ঘটালে বিভ্রম।'
কাতরে নিশ্বাস ছাড়ি হইয়া ব্যাকুল,
দর দর অশ্রুধারে ভাসায়ে দুকূল,
কহিছেন নরপতি,
শুনিতে কঠিন অতি,
নিদ্রার ঘোরেতে যাহা দেখেছি স্বপনে,—
ভাবিতে হৃদয় ফাটে কহিব কেমনে।
দেখিনু স্বপনে মন্ত্রি! ভীষণ ব্যাপার,
ভ্রমিতে গিয়াছি যেন প্রান্তর মাঝার।
মশান শ্মশান নয়
সে স্থান বিকট হয়;
দিবস সর্ব্বরী নাই—নাই অর্ক শশী—
কষ্ট মাত্র দৃষ্ট হয়—কেবল তামসী।
রুদ্ররূপী কোটি অর্ক-রৌদ্র তাপ তায়,
প্রস্নিগ্ধ বৃক্ষের ছায়া না আছে সেথায়।
চক্ষে দেখি স্নিগ্ধ স্থল
মরীচিকা সে কেবল—

ব্যগ্রচিত্তে গিয়া বপু দগ্ধ হয় আর,—
তড়িত কম্পের পর ঘোর অন্ধকার।
দুর্গন্ধ রুধির-ভার স্কন্ধোপরি লয়ে
ফিরিছে চণ্ডাল দূত উগ্রমূর্ত্তি হয়ে।
শীৎকারে গৃধিনী সবে,
কুক্কুর শিবার রবে
গভীর গভীর গর্জ্জে প্রতিশব্দ তার
অস্থির করিল চিত্ত ভয়েতে আমার।
অদূরে ক্রমেতে দেখি প্রান্তর উপর,
স্ফটিক নির্ম্মিত হর্ম্ম্য পরম সুন্দর।
হিমাদ্রি-শিখর-গর্ব্ব
তাহার নিকট খর্ব্ব
ঊর্দ্ধ্বভাগ রুদ্ধ করে মার্ত্তণ্ড-গমন—
ব্রহ্মাণ্ডেতে আছে কি না প্রাসাদ তেমন।
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ করিনু সেই পুর,
প্রাণি-শূন্য—জন-শূন্য যাই যত দূর।
একে ত আকুল মন
দেখে স্থান বিভীষণ
বিজন গম্ভীর হর্ম্ম্যে ভাব যে গম্ভীর
আতঙ্কে হৃদয় আরো করিল অস্থির।
অন্তঃপুরে দেখি শেষে পালঙ্ক উপর
বসিয়া যুবক এক পরম সুন্দর।
নানা রত্ন অলঙ্কার
বিচিত্র বসনভার

রেখেছে লাবণ্যে যেন বাঁধিয়া কৌশলে ;—
বেষ্টিত কেশর-কান্তি সুকোমল দলে।
কিন্তু তাঁর চারি ধারে ভ্রমিছে ভুজঙ্গ
শির তুলি হেলি দুলি দংশিতেছে অঙ্গ।
জৃম্ভণে পোড়ায়ে দিশ,
ফুৎকারে ঢালিছে বিষ।
সে ফণীর শিরে শোভে মণির স্তবক,—
মণি নয় সে কেবল জ্বলন্ত পাবক।
হাসিমাখা মুখে যুবা করিতেছে রঙ্গ ;
দৃষ্টি নাই ফণী এত দংশিতেছে অঙ্গ।
পবন হিল্লোলে ফুলি
খেলিছে বসন দুলি
দেখিনু অন্তর দগ্ধ হইয়াছে তাঁর,—
ভিতরে কিছুই নাই অবশিষ্ট ছার !
পর্য্যঙ্কে ছিলেন যুবা হইয়া পশ্চাৎ ;
মম পানে ফিরিয়া হাসিলা অকস্মাৎ।
যেমন মুকুর ধরি
নিজ মূর্ত্তি দৃষ্টি করি
তেমতি দেখিয়া তাঁতে আপনার ছবি,
কাঁপিয়া উঠিনু যেন তরঙ্গের রবি।'
এত বলি অচেতন হইলা নৃমণি।
কাঁদিলা অমাত্য আর যতেক রমণী।

কতক্ষণে নরমণি পাইয়া চেতন
আরম্ভিলা পুনর্ব্বার—'হে মন্ত্রি-রতন!
না জানি চরম দশা কি হবে আমার,
করেছি কুকর্ম্ম কত, আমি দুরাচার!
দিলেন নয়ননিধি বিধি দয়াময়,—
নাহি অবচয়ি, হায়! কুসুম-নিচয়—
সুরভি সংযুত বনধন, নিরন্তর
বিচরিনু কণ্টক উপর এ পামর
কুমতি আমার। ভাল! ছিল সে মুদ্রিত,
তবু তুমি প্রকাশিলে; কণ্টকে জড়িত
ছিল তায় তুমি মুক্তি দিলে। তুমি মম
নয়নের তারারত্ন—মিত্র প্রিয়তম।
সতত তোমারে জানি জনক যেমন;
তবু প্রাণাধিক বলি করি সম্বোধন।
বয়োধিকে ক্ষতি কিবা, বয়স্য আমার!
সুহৃদ কিশোর। তুমি মম কর্ণধার
এ ভব সাগরে। আজি সঁপিনু তোমায়
রাজ্যভার হে সচিব! রাখিবে সেবায়
জননী, সতীরে মম। বিভূতি অজিন,
দেহ অক্ষমালা; পরি বাকল কৌপীন।
এ মণি ভূষণরাশি কাজ নাই আর;
ফেলি খুলি কুণ্ডল, অঙ্গুরী, মুক্তাহার।
বিচিত্র বসনে মম কোন্ প্রয়োজন?
করিব না অঙ্গে আর সুগন্ধ লেপন।

বিজন গহনে পশি বনের বাকল
পরিব খুলিয়া, সখে! খাব বনফল
মূল; জটাজূট ধরি রব যোগিসাজে;
কাজ নাই বৃথা রাজভোগে, রাজকাজে
দিনু জলাঞ্জলি। পুণ্যধাম বনাশ্রম,—
রব সেথা যোগরসে; এ মনের ভ্রম—
রাশি তবে দূর হবে। এ ভব-দুর্ব্বার-
ঘোরে ঘুরিয়াছি কত, রণ-রঙ্গে আর
নাহি প্রয়োজন, মন্ত্রিবর! তব হাতে
সঁপিনু সকল; দেখো, প্রজাগণ যাতে
থাকেন কুশলে। রেখো নরাধমে মনে;—
এই ভিক্ষা অকিঞ্চন মাগে শ্রীচরণে।'

এত বলি নীরবিলা রত্নপুরী-পুর—
শিরোমণি বিরাজাঙ্গ বলী। সুমধুর
স্বরে কহিলেন পুনঃ অমাত্য-ভূষণ—
"কি খেদে যাইবে তুমি গহন কানন
রাজভোগ ত্যাগ করি, বীর বংশধর?
প্রফুল্ল কেতকী-দলে বিচরি ভ্রমর
চুম্বি চুম্বি আহরে সুরভিধন, কবে
ছিন্ন পক্ষ তার? কোন্ দুখে বল তবে
কান্তার বিভবে, বীরভদ্র, এত সাধ?
মধুর বিষয় রস কোন্ অপরাধ
করিয়াছে তব কাছে? বৃথা নিন্দা দেহ
রাজেন্দ্র, সংসারসুখে! মায়া, দয়া, স্নেহ

মমতার বশে, ফিরিতেছে বিশ্বচক্র।
চিত্তগতি অনুসারে বিশ্বগতি বক্র,—
সমতলে স্রোতস্বতী ভুজগ-বাহিনী।—
নীচগতি প্রয়াসী সতত তরঙ্গিণী
স্নেহমতি। নিজ দোষে, অবোধ যে জন,
ভুঞ্জে দুখ এ সংসারে। গঞ্জ অকারণ
রাজভোগে?' 'হেমন্ত্রি'! কহিলা মৃদুস্বরে
নরমণি,—'আর নাকি সংসার ভিতরে
থাকি মূঢ় মতি মম সুপথে আসিবে?—
পাশরিবে তুচ্ছ লোভ,—বারণ মানিবে?
পাইয়া রসনামূলে শোণিত আঁস্বাদ
কভু ভুলে বাঘিনী করিতে বিসম্বাদ
মৃগীসনে দূরবনে পেলে? উপভোগ
করি বিগলিত পত্র, কোথা তার যোগ
সম্ভবে, সচিব! বন সুন্দরী হরিণী -
সমাজে? জাগিবে মনে দিবস যামিনী
দেখি প্রতি ঠাঁই, যত পূর্ব্বের কৌতুক।
শ্যামল-তমাল-বন-ভালে সারী শুক
ময়ূর কোকিল অলি গোকুল বিপিনে,
হেরিলে কদম্ব-তরু কালিন্দী-পুলিনে—
বিপিন-বিহারী, মনে হইত রাধার,—
পীতধড়া—বাঁকাঠাঁম—বনফুলহার।
কে জানে না হবে পুনঃ লোভের উদয়,
লোভী আমি? পুনঃ কি দহিবে এ হৃদয়

কলুষপাবকে? আচ্ছাদিবে, মুগ্ধ করি,
আবার নয়ন ঘোর কুমতি সর্ব্বরী?
লইব নিশ্চিন্ত চিত্তে আশ্রয় একান্ত
কান্তার মাঝারে, মন্ত্রি! ভব-তাপে ক্লান্ত
জন শান্তি-নিকেতনে ;—যোগীন্দ্র-সাধন—
লক্ষ্য—মোক্ষ-তরুতলে। পাপ-হুতাশন-
জ্বালা হবে সুশীতল। পবিত্র করিবে
চিত্ত ভৃত্য তব, সখে! সুজ্ঞান-রাজীবে
সুমধুর রস ভুঞ্জি নিকুঞ্জ-আলয়ে।
বিদায় এ দাসে দেহ প্রসন্ন হৃদয়ে।'
শুনি নৃমণির বাণী, ক্ষণেক নীরবে
থাকি ধীর মন্ত্রিবর, আরম্ভিলা—' তবে
নিতান্ত তাপস-ব্রত করিবে গ্রহণ,
গুণধাম? ত্যজি রাজ্য, পশিবে কানন?
কিন্তু এ কঠোর ব্রত কেমনে সম্ভবে,
বৎস প্রাণাধিক! তোরে? বল্ দেখি কবে
দারুণ অরুণ-তাপ সহে নবনীত
সুললিত দেহে? শ্রম-জল বিগলিত
হয়, বাছা! আরোহি নিরীহ গজবাজি;
চৌদিকে ব্যজন করে শিখি-পুচ্ছ-রাজি
লইয়া-কামিনী-ব্রজ। ভ্রমিবে কেমনে
পদব্রজে বনাশ্রমে? বাজিবে চরণে
কুশাঙ্কুর, কঙ্করনিকর ; শিরে তাপ
তপনে ঢালিবে ; কভু জলদকলাপ

গর্জ্জিয়া বর্ষিবে বারি; বহিবে প্রলয়
ঝড় কভু। কে করিবে সান্ত্বনা সভয়
হৃদয় তোমার সে অরণ্য মাঝে? হলে
শ্রমাকুল ঢুলাবে চামর কুতূহলে
কে সেথায়? চাপিবে চরণ? তৃষ্ণাতুর
হলে, কে করিবে জল আনি তৃষ্ণা দূর
তোর? হলে ক্ষুধাতুর, সে বিজন বনে
কে দিবে সুমিষ্ট তুলি ও চন্দ্রবদনে?
নিত্য নব উপাদেয় ভোজন যে করে
সম্ভবে তাহার, বৎস! অরণ্য ভিতরে
ফল মূলাহার? থাক গেহে শিখাইব
আমি সদা নীতি কথা; সুপথে আনিব
কুপথে চলিলে।' হাসি মৃদু,—মধুস্বরে
কহিলেন নরমণি—'সদা সাধ করে,
তাত! থাকি তব পাশে; শিখি নিতি নিতি
তব কাছে (শিক্ষা গুরু তুমি মম) নীতি-
কথা, রাজধর্ম্ম; কিন্তু মলিন মুকুরে
ফলে কি কাদম্ব-বিম্ব? গর্জ্জি যবে দূরে
ছুটে প্রবাহিণী বেগে, কে আছে এমন
সে গতি ফিরায়? এত দিন এই মন
ছিল কোন্ ভাবে, সেই গুরু তুমি ছিলে!
দিতে উপদেশ; কবে আনিতে পারিলে
সুপথে এ মতি মম? কিন্তু ঋণ-জালে
দাস বাঁধা চির দিন। তুমি তো দেখালে

জগত-নয়নানন্দ সুধাংশু-রতন—
এ চিত্ত-চকোর তাই ব্যাকুল এমন।
হে মন্ত্রি! ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভব যে বীর,—
বিশ্বে বৈশ্বানর জাতি; অনল রুধির-
ধারা শিরা-স্রোত যার, সে কি কভু ডরে
বনাশ্রম-ক্লেশ? ভাবি দেখ পূর্ব্বাপরে,
কত নৃপ-কুলধর পশিল কানন—
নৈষধ, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, পৌরব-ভূষণ।
অবহেলি প্রাণ-ভয় তব আশীর্ব্বাদে,
কি আর অধিক কব। হৃদয় আহ্লাদে
চিরিয়া দেখাতে পারি বিঁধি এ নখর।
কোন্ ছার কুশাঙ্কুর, কণ্টক, কঙ্কর?
করেছি কুকর্ম্ম কত; জীবনে ধিক্কার
হয়েছে আমার, মন্ত্রিবর! বৃথা আর
করো না নিষেধ। চির তব আজ্ঞাকারী
আজ্ঞাধীন দাস; কিন্তু কিছুতে না পারি
পালিতে আরতি তব—নিষেধ করিলে!
মরমে মরিব যাত্রা-কালে বাধা দিলে,
সত্য কথা এই, মিত্র! কহিনু তোমারে।'
ভাসিলা অমাত্য দর দর অশ্রুধারে
প্রতিশ্রুত বাণী শুনি। করিলা বিলাপ
সহচরীগণ। কতক্ষণে মনস্তাপ
শান্ত করি ধীর, আরম্ভিলা গদ গদ
মধুস্বরে,—'তবে কি নিতান্ত এ সম্পদ

ত্যজিবে সুমতি? হায়! আলোকে আঁধার
হবে রাজপুরী? শূন্য হবে ত্রিসংসার?
কি বলে প্রবোধ দিব জননীরে তোর?
যবে কাঁদিবেন শোকে—'কোথারে কিশোর
কুমার আমার প্রাণাধিক!' কি বলিয়া
বুঝাব সতীরে যবে ধূলায় লুটিয়া
কাঁদিবেন, চির অভাগিনী দাসী তব?
ভেটিবে জননী-পদ অমূল-বিভব
ভবে, চল নরমণি! তুষিবে সতীরে,
চল যাই। আহা! ভাসিছেন নেত্র-নীরে
দোঁহে নিরন্তর। চল, জনম সফল
হবে জননীরে পূজি। যেও বনস্থল,
প্রিয়তম! তোরে বাধা নাহি দিব আর;—
যেও, তুষি প্রিয়ভাষে হৃদয় দোঁহার।'
'কেমনে এ মুখ,'—কহিলেন অশ্রুধারে
ভাসি নরপতি—'আর দেখাব মাতারে!
করিয়াছি অপরাধ কত তাঁর পায়
নিরবধি। স্মরিলে পাবকরাশি, হায়!
জ্বলে রে পরাণে মোর। বলো জননীরে
কুপুত্র তাঁহার আর না আসিবে ফিরে;—
লয়েছে বিদায় জন্মশোধ।' এত বলি
খুলিলা কুণ্ডল কর্ণ হতে;—মুক্তাবলী,—
কণ্ঠ-আভরণ,—মণি-মুকুট খুলিলা;
বিনাইলা জটাজূট,—বাকল পরিলা।

'থাক্‌রে পড়িয়া মোর শূন্য লীলাচল,—
পিঞ্জর বিহগ শূন্য,—মীন-শূন্য জল।'
এত বলি আসিলা রাজর্ষি যোগিবেশে
অলিন্দ-সোপানে। করে ধরি দ্বারদেশে
কাঁদিয়া কহিলা মন্ত্রী,—'একান্ত যাইবে
যদি, বাছাধন! বল, অবশ্য পালিবে
দাসের একটী কথা। পূর্ব্ব রাজগণ
সদা করিতেন যোগ, মহর্ষি-চরণ
পূজিতেন বনাশ্রমে। অভীষ্ট সিদ্ধির
পর আসিতেন গেহ। এই বাক্যে, ধীর!
সম্মতি দাসেরে দেঁহ। হৈম-শৃঙ্গ-তলে
কঙ্কণ অটবী পুণ্যধাম। দৈববলে
লভিলা সুকৃতি তব কুল-রাজগণ
তপস্যা করিয়া সেথা। বনদেবী হন
সদয় এ বংশ প্রতি। যাও, গুণধাম!
সে সুরম্য বনে; সম্বৎসরে মনস্কাম
পূরিবে তোমার। সাধি কিন্তু হাতে ধরে,
বল অঙ্গ ছুঁয়ি মম, সংসার ভিতরে
আসিবে আবার, বৎস! লভিয়া সুমতি
তপে। দেখো, বার বার করি এ মিনতি।'
উত্তরিলা নরমণি,—'হায়! যদি বিধি,
হে মন্ত্রিরতন! রাহু-মুক্ত-সুধানিধি
দেখান ভুবনে পুনঃ ষোল কলা হাসি
দিয়া, তবে ফুটিবে কুমুদ পরকাশি

মুখ-প্রভা, চকোর নাচিবে। অভাগার
ভাগ্যে যদি ঘটে জ্ঞানালোক পুনর্ব্বার
দেখাব এ মুখ লোকে ; নৈলে একেবারে
জন্মশোধ জলাঞ্জলি দিলাম সংসারে।
পোহাল যামিনী দেখ উঠিতেছে রবি
পূর্ব্বদিকে। যাই তবে কঙ্কণ অটবী
তোমার আদেশে। কর দাসে আশীর্ব্বাদ,
নমি পদাম্বুজে, যেন না ঘটে প্রমাদ।'
চলিলা নৃমণি, শূন্য করি রত্ন-পুর,
বিজন কাননে। হায়! কঙ্কণ, নূপুর,
কুণ্ডল, মেখলা খুলি ; পড়িয়া ভূতলে ;
কাঁদিলা কামিনী-ব্রজ। ভাসি নেত্রজলে
কাঁদিলা দারুণ শোকে সচিব-প্রধান—
আর্ত্ত-নাদে পরিপূর্ণ প্রমোদ-উদ্যান।

মঞ্জু কুঞ্জ যাবে তুমি মঞ্জু কুঞ্জ যাবে হে ;
নিকট সুরভি কাল আইল,
সুস্বরে কোকিল গান ধরিল,
মঞ্জুল মুকুলে তরু শোভিল,
মলয়া মারুত কাল হইল,
কত তাপ পাবে দাসী কত তাপ পাবে হে,
মঞ্জু কুঞ্জ যাবে তুমি মঞ্জু কুঞ্জ যাবে হে। ধু

কূজিল নিকুঞ্জে পাখী বৈতালিক তানে
বিভাবরী পোহাইল। যথা শর হানে
নিষাদ হরিণী প্রাণে, হানিলা তেমতি
শর-জাল অমাত্য আসিয়া রাণী প্রতি।
অন্ধমাতা বন্দীশালে করেন রোদন,—
'হা হা বাছা, প্রাণাধিক ! হৃদয়-রতন !
এই ছিল তোর মনে ? ধিক্ এ জনম !
ধিক প্রাণে মোর ! মরি মরি, প্রিয়তম !
ফেটে যায় বুক, আহা ! ভাবিলে অন্তরে ;—
কেন অভাগিনী তোরে ধরিল জঠরে !
কুকাজে নিষেধ করি এই দশা মোর ?—
এই দশা অবলা বধূর ? কি কঠোর
হৃদয় তোমার, বাছাধন !' শোক ভরে
এরূপে জননী, বন্দী-মন্দির ভিতরে
করেন বিলাপ। কাছে বসি মনোদুখে
কাঁদেন নীরবে রাজ-বধূ, অধোমুখে
তিতি নেত্র-নীরে। কাঁদিতেছে সখীগণ
দাঁড়ায়ে নিকটে শোকাকুল সর্ব্বজন !
হেনকালে আচম্বিত চতুর সচিব
পশিলা মন্দিরে। পূজি চরণ-রাজীব
খুলিলা নিগড়। পদযুগে বুলাইয়া
হাত কহিলেন মাতা—'কি জন্য খুলিয়া
দিলি এ শৃঙ্খল, তুই ! আছে তো কুশলে
অবোধ কুমার মোর ? এ পুর-মণ্ডলে

শকতি কাহার হেন খুলিবে বন্ধন ?
তাই শঙ্কা করি, বল, আছে রে কেমন
কুলাঙ্গার পুত্র মোর ? দহিয়া বিষাদে
এত যে যাতনা সহি, তবু হিয়া কাঁদে
তার তরে !' কতক্ষণ অধোমুখে
থাকিয়া অমাত্য উত্তরিলা মনোদুখে
গদ গদ ভাষে——' আজি প্রসন্ন, জননি !
এ কুল দেবতা। শুভক্ষণে নরমণি
লভিলা সুমতি ; নাহি পূর্ব্ব ভাব আর,
করোনা বিলাপ, মাতঃ ! নিশ্চিত এবার
পোহাইল দুঃখের সর্ব্বরী ;—গেল দূর
দারুণ তিমির, এত দিনে রত্নপুর
হলো আলোকিত। গিয়াছেন কুল-রবি
পুত্র তব, শুভক্ষণে কঙ্কণ অটবী
করিতে নির্জ্জনে তপঃ। সম্বৎসর পরে
আসিবেন পুনঃ গেহে।' ব্যাকুল অন্তরে,
বিঁধিলে মরম বাণে, হরিণী ভূতলে
পড়ে যথা আচম্বিত, তেমতি সকলে
পড়িল ধূলায়, শুনি এ দুঃখ বারতা—
স্পন্দহীন, নীল বিম্বাধর,—ছিন্ন লতা
তাপেতে মলিন। সিঞ্চি বারি সুশীতল
বিরস বদনে, মুছি নয়নের জল
তুলিল মাতারে ধরি, তুলিল রাণীরে
সখীগণ। প্রবোধ বচনে জননীরে

পুনর্ব্বার বুঝান অমাত্য—' ছি ছি আর
এত শোক কিসের কারণ? পুনর্ব্বার
দেখিবে আনন্দ-ধাম হবে এ নগর--
আসিবে নন্দন তব, জুড়াবে অন্তর,
দেবি! কোলে করি তব সে প্রাণ-পুতলী!
পূর্ব্বেতে কঠোর তপ করিলা সুবলী—
পার্থ; রঘুরাজ; সিন্ধুদেশ অধিপতি,
অভীষ্ট সিদ্ধির তরে নহে এ যুকতি,
অসঙ্গত পূর্ব্বাপর।' মুছি অশ্রু-ধারা
কহিলা জননী,—'হায়! আর নাকি হারা—
নিধি মোর হাতে পাব, বাপ! জুড়াইবে
এ তাপিত হিয়া? আহা! মা বলে ডাকিবে
অভাগীরে বাছাধন? মরমে তো মরে
আছি একেবারে, তবু থাকিলে সে ঘরে
পাইতাম কুশল সংবাদ। সে গহন
হতে আর কে আনি বাছারে প্রাণ মন
করিবে শীতল!' আশ্বাসিয়া পুনর্ব্বার
কহিলা অমাত্য 'হে জননি! তার
তরে তুমি কি লাগি ব্যাকুল এত? যাব
আমি বনাশ্রম, দেখো আনিয়া বসাব
সিংহাসনে রাজনিধি বামে রাজ-বধূ;
মিটাইব পুরজন-সাধ, পুন মধু
মহোৎসবে।' এত বলি গেলেন স্বস্থানে
মন্ত্রিবর। আলু থালু ব্যাকুল পরাণে

বিরলে সখীর কাছে কাঁদেন বিনায়ে
রাজরাণী,—'স্বজনি গো! দেখ বাপ মায়ে
করিলেন (রাজ-বালা আমি অভাগিনী)
করিলেন বাপ মায়ে জনম দুখিনী!
না দেখি পতির মুখ,—না জানি কেমন
পতি, রাজ-বধূ হয়ে না বুঝি কখন
সোহাগ আদর; দুখে গেল চির দিন,
হয়ে আছি মৃত প্রায়, তাপেতে মলিন
তনু; নাহি ঘুম; ইচ্ছা করে ভক্ষি বিষ
নাশি এ পরাণী, আর কত অহর্নিশ
সব এ যাতনা!' রাজ-মহিষীর প্রিয়
সহচরী নেত্র মুছি বচন অমিয়
কহিলেন মৃদু মৃদু—'কেন রাজ-রাণি
কর আর বিলাপ এমন? গৃহে আনি
নৃপ-রত্নে দিবেন অমাত্য; হবে তব
প্রসন্ন সুদিন, পাবে সাধের বিভব
পতি-ধন। ধর রাণি ধৈরয, দেখিবে,
সে চাঁদে হেরিয়া প্রাণ-কুমুদ ফুটিবে।'
এরূপে বুঝান যত প্রিয় সখীগণ
প্রিয় ভাষে। নেত্র নীরে ভাসিছে বসন
কহিলেন রাজ-বধূ—'হায়! আর আমি
পাব নাকি, প্রাণ সখি! সে প্রাণের স্বামী
এত দিনে? ইচ্ছা করে ললাট চিরিয়া
দেখি, অভাগীর ভাগ্যে আরো কি লিখিয়া

রেখেছেন বিধি। আসিবেন পতি-ধন,—
হবেন আমার;—সখি! নয় গো তেমন
প্রাক্তনের জোর! গেল আশার সেবায়
চিরকাল, দেখি বিধি শেষে কি ঘটায়!'
বিলাপি এ রূপে মৌনে রহিলা মহিষী
হৃদি-পদ্মে পতি-রত্ন চিন্তি দিবা নিশি।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

তৃতীয় সর্গ।

সুরভি-নিকুঞ্জে, মধুকর-পুঞ্জে ;
সুমধুর গুঞ্জে, মধুরস ভুঞ্জে।
পরিমল-গন্ধে, ভুলি সব ধন্ধে ;
দল-বল সঙ্গে, মজি রস রঙ্গে ;
বসি ফুল-মঞ্চে, নিশি-দিন বঞ্চে।
রবি-পরকাশে, শতদল হাসে।
কুমুদ বিকাশে, শশিবদনাশে।
যতি-গতি মন্দ, সুললিত ছন্দ,
নব কবি রঙ্গে, বিরচিল রঙ্গে।

অরণ্যে আসিয়া ভূপ, শোভা হেরি অপরূপ,
সানন্দ-অন্তরে সুধু চারি দিকে চান ;
পূর্ব্বের প্রমোহ গেল জুড়াইল প্রাণ।
তরু লতা নানা জাতি, ফুল ফুটে নানা ভাতি;
গন্ধামোদে পরিপূর্ণ কানন-আলয়।
সুসেবন মলয়ার সমীরণ বয়।
নিকটেতে গিরিবর, অতিশয় মনোহর,
নির্ম্মল-সলিল-হ্রদ পাদমূলে তার,—
বিকশিত কোকনদ কমল কহ্লার।

হইলেন নৃপবর, অন্তরেতে ভাবান্তর,
অমাত্যে চিন্তিয়া চিত্তে বাথানি বিস্তর,
কহিছেন মৃদুমন্দ সরস অন্তর——
'বসন্তে কান্তার-শোভা, জগতের মনোলোভা ;
কুসুমের ভরে শাখা ধরাতে লোটায় ;
নীলকান্ত-মণি-আভা ভ্রমর-ছটায়।
কোকিলের কুহূগানে, পঞ্চবাণ নাহি হানে,
এখন শুনায় সুর বিভিন্ন বিস্তর,—
হেলায় দোলায় আর নাচায় অন্তর।
সে রন্ধ্রে পূরিয়া তান, গায় না এখন গান,
সুকণ্ঠ-মুরলী যোগে কুঞ্জের গায়ক,—
সে রসে হইয়া বশ ধায় না নায়ক !
নিকুঞ্জের সে প্রকার, না দেখায় শোভা আর,
ফিরেছে সে শোভা কিম্বা ফিরেছে নয়ন,—
দেখায় সকলি যেন নূতন নূতন।
এই খানে সংসারের, জড়িত দারুণ ফের,
কেন রে অন্তর, আঁখি, কেন রে শ্রবণ !
ভাবিস্, দেখিস্, তোরা শুনিস্ এমন ?
সেই সে কুসুম ফোটে, সেই গন্ধ এই ছোটে ;
সেই সে কোকিল-নাদ, অলির গুঞ্জর
কেন রে সেরূপ হতো তখন অন্তর ?
কে দেখাত সে প্রকার, কুঞ্জের সৌন্দর্য্য-ভার ?
কে শুনাত বিহঙ্গের গানরে তেমন ?
সেই ত নয়ন এই,—সেই ত শ্রবণ।

দিবা নিশি অকাতরে, মম প্রিয় মন্ত্রিবরে,
শিখাতেন নীতিকথা স্নেহেতে আমায় ;
তখন এ মন !—তুই ছিলিরে কোথায় ?
কার প্রতি করি রোষ ! বুঝিনু সময়-দোষ ;—
যৌবন শুকাল আর ফুরাল সকলি,—
কোকিল ফিরালে তান,—গুঞ্জরব অলি !
বনের সুরভি-ফুল, ধরিত সৌরভে শূল ;
খসে গেছে সে সকল,—নাই পঞ্চবাণ,—
করে না এখন তারা উচাটন প্রাণ।
লোকে ভাল বলে দিলে, তাতে না মাধুর্য্য মিলে,
নয়নের বৃথা দেখা,—বৃথা শুনা কাণে,
সেই ভাল,—ভাল বলে লাগে যাহা প্রাণে।
প্রাণ তো স্ববশ নয়, কালেতে অস্থির হয়
কালের প্রভাব বড় সবার উপর !
নহিলে সংসারে কেন জ্বলিবে অন্তর ?
কালের সে খেলা যত, দেখি কালে হয় কত,
এই তো কালেরে দিনু যা ছিল আমার,—
নাশায় আশায় কিম্বা হাসায় এবার ?
এত বলি নৃপবর, রচিয়া পত্রের ঘর,
বসিলেন যোগাসনে তেজঃপুঞ্জ-বেশ—
কন্দর্প-বিহ্বল-ভঙ্গী—ভৈরব বিশেষ।

যোগাসনে বসিয়া যোগীন্দ্র মহামতি,
করেন কঠোর তপ শুদ্ধ চিত্তে অতি।

হৃদি-পদ্মে-যুক্ত-পাণি মুদ্রিত লোচন,
নিবিড় চিন্তায় চিত্ত একান্ত মগন।
ভীম ভবাম্বুধি পার আলোক প্রদেশ,
নিয়ত আলোকে পূর্ণ সৌন্দর্য্য অশেষ।
মধুর-আবর্ত্তে শান্ত ভাবে কাল যায়,
না আছে উদয় অস্ত,—ত্রিযামা সেথায়।
রবির ছটায় মিশি শশীর মাধুরী,
অমৃত প্রভায় করে আলোকিত পুরী।
শোক তাপ নাই জরা যন্ত্রণা মরণ,
কেবল আনন্দময়,—সুখ-নিকেতন।
কেমনে তরিয়া সিন্ধু সে পুণ্য-নগরে,
যাবেন মহর্ষি তাই ভাবেন অন্তরে।
দেখাতে দুস্তর ভব-জলধি-কাণ্ডারী,
সাধিছেন সকলেরে যোগী জটাধারী ;—

'ওহে বিশ্ব কোথা হতে হলে প্রকাশিত ?
কে তোরে এমন সাজে করিল সজ্জিত ?
কে করিল তব অঙ্গ চিত্ত-বিনোদন ?
হেরিলে যাহার কান্তি জুড়ায় নয়ন ?
যে তোরে পরালে হেন নানা রত্নহার,
কোথা সেই প্রিয়তম সুহৃদ তোমার ?

ওহে ভানু তপ্তহেম-রুচি মনোহর,
কে করিল তব তনু এমন সুন্দর ?

কোন হস্ত এত ব্যস্ত করেছে তোমায়,
নিতি নিতি এস তাই ভ্রমিতে ধরায় ?
বল ভানু তব কাছে করি নিবেদন,
কোথা তব নিয়ন্তা ভুবন-প্রিয়-ধন ?

কহ শশী সুধারাশি প্রীতি-নিকেতন,
তোমার এমন কান্তি দিল কোন্ জন ?
পূর্ণ হও পুনঃ পুনঃ হলে তনুক্ষয়,
কোন্ সঞ্জীবন রস তোমারে সদয় ?
যার কৃপাবলে তুমি প্রীতিকর হলে,
কোথায় সেজন মোরে দিতে পার বলে ?

গগনের মণিমালা নক্ষত্র নির্ম্মল !
কে করিল তব তনু এমন উজ্জ্বল ?
অনেক উচ্চেতে আছ দেখ বহুদূর,
তত্ত্ব কি পেয়েছ কিছু তোমার প্রভুর ?
কহিবে জানায়ে তাঁরে মিনতি আমার,
পদানত দাসে দেখা দিতে একবার।

জুড়াতে জীবের নেত্র ওহে জলধর,
কে দিল তোমারে নীল বরণ সুন্দর ?
শুকালে ধরণী, দাও জল-ধারা ঢালি,
কার কাছে শিখিলে এ হিতের প্রণালী ?
যে করে দামিনীদলে তোমারে শোভিত,
জান কি তাঁহার রূপ কত মনোনীত ?

উচ্চ করি পুচ্ছ গুচ্ছ তুষার-বরণ
ধূমধামে ধূম-কেতু দেহ দরশন।
পূরিতে হইবে আজি মম মনস্কাম,
বল তব প্রভুর কেমন ধূমধাম?
একস্থানে নাহি থাক কত স্থানে যাও,
বল দেখি তাঁর কি সন্ধান কিছু পাও?

স্বর্ণ-ভূষা-অলঙ্কৃতা উষা মধুময়ি!
কার বলে তব বল হয় তমোজয়ী?
হাসি হাসি আসি যাই পূর্ব্বে দেখা দাও,
অমনি জীবের প্রাণ প্রেমেতে ঢুলাও।
হে সুন্দরি! নিদ্রা তুমি ভাঙ্গ অনিবার,
মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গে কিসে বলিতে কি পার?

দিন তুমি যাও আর এসো বার মাস,
দিনমণি-প্রভা পেয়ে গালভরা হাস।
বল কে শিখালে হাসি এমন প্রকার?
তাঁহার হাস্যেতে আমি হাসি একবার।
যে গুণে সংসার তুমি কর সচেতন,
বল সেই গুণ কেবা করে বিতরণ?

সুষুপ্তির সহচরি সর্ব্বরি সুন্দরি!
কে তোমারে করিয়াছে হেন সুখকরী?

শিশির ছলেতে কভু ফেল প্রেম ধারা,
পুষ্পছলে কভু তুমি হেসে হও সারা।
যে শিখালে তোমাকে এ প্রেমিক আচার,
কোথা সে জগত-বন্ধু বল একবার ?

বিপিন-বিহারী পশু বিহঙ্গ প্রধান !
বলিতে কি পার তব প্রভুর সন্ধান ?
তত্বহীন প্রেমশূন্য ভাবে কেন থাক ?
বারেক আমার কাছে প্রেম ডাকে ডাক।
শস্য হেতু কোন কালে নাহি ধর হল,
ভোজন সামগ্রী তবু কেবা দেয় বল ?

বল কার প্রেমেতে পাষাণ দ্রব হয়ে,
জলরূপে, তরঙ্গিণি ! যাইতেছ বয়ে ?
তুমি ত করুণাময়ী কোমলহৃদয়া,
মম মুখ পানে চাও হইয়া সদয়া।
কি গুণে গলেছে গিরি বল দেখি তাই,
বারেক প্রেমের ধারা তোমাতে মিশাই।

তুলিয়া শিংশপা ধ্বজা—অভিন্ন-সবিতু,
আইলে মোহিতে বিশ্ব শ্যামলাঙ্গ ঋতু।
যে করে তোমার অঙ্গ এমন রঞ্জিত,
বলিতে কি পার তাঁর সন্ধান কিঞ্চিত ?

ব্যাকুল হৃদয় বড় তাঁহার কারণ,
বলে দাও, ঋতুরাজ! কোথা সেই জন?

জগতের আয়ুরূপ বায়ু সদাগতি!
তোমার নিকটে এই আমার মিনতি,—
অদৃশ্য রূপেতে বিশ্ব ভ্রম অনুক্ষণ,
তোমারে সৃজিলা যিনি সে জন কেমন?
কৃপা করি, ধ্বনিবহ! বিশদ বচনে
এই তত্ত্ব বলে দাও জ্ঞানহীন জনে।

বল, ওহে বিশ্বজন-সৃজন-কারণ!
কিরূপে কোথায় কাল করিছ হরণ।
একে একে তব তত্ত্ব জিজ্ঞাসি সবায়;
কেহ নাহি বলে, নাথ! তুমি যে কোথায়।
আর কত দিন ভবে আঁধার দেখিব,
ঘুচাও নেত্রের ধন্ধ, কি আর কহিব?

জননী-জঠর-কোষে রাখিয়া আমায়,
অনাথ করিয়া, নাথ! গিয়াছ কোথায়?
ভূমিষ্ঠ হইয়া দেখি শূন্য ত্রিসংসার,
হৃদি-পদ্মে এখন দাঁড়াও একবার।
আতঙ্কে মরি হে হেরে ভবের তরঙ্গ।
রাখ হে আমারে আমি তোমারি ত রঙ্গ।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

চতুর্থ সর্গ।

সুরট। আড়া।

অচিন্ত্য তোমারি তত্ত্ব না জানি কেমন,
নিরূপণ কে করিবে ভেবে সারা জগজ্জন।
কত শত সম্বৎসর, গেল যুগ যুগান্তর,
তব তত্ত্ব গূঢ় অতি রহিল গোপন।
কাল ক্রমে প্রকাশিল, কাষ্ঠে বহ্নি গুপ্ত ছিল,
অতল সাগর কক্ষে অমূল্য রতন।
শুক্তিগর্ভে মুক্তা ধরে, জানিল সকল নরে,
কার শক্তি তব ভাব করে বিভাবন।
শিক্ষা করি যোগতত্ত্ব, যোগী জন যোগে মত্ত,
করেন একান্তে তব ধ্যান অনুক্ষণ।
দিবা ঋতু বর্ষ কত, তব ধ্যানে হলো গত,
নাহং ব্রহ্ম সুবেদেতি, শেষ নিরূপণ।
এ তত্ত্ব বুঝিতে ভার, কেন সৃজি এসংসার,
অদ্ভুত মায়ার মেলা পেতেছ এমন।
বিশ্বশোভা-রস-পানে, চাই যদি বিশ্বপানে,
দরশন করিব কি ঝরে দুনয়ন।
যদি মন স্থির রাখি, তোমারে ভাবিতে থাকি,

ভাবের সাগরে হই অমনি মগন।
প্রসন্ন হইয়া দীনে, দেখা দেহ দিনে দিনে,
কত কাল ভ্রম চক্রে ভ্রমিব এমন।

মজি ঋষি প্রেমকূপে, ব্রহ্মতত্ত্বএইরূপে,
জিজ্ঞাসেন কৌতুকে সবায়।
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ অবতরি, সন্ন্যাসীর বেশধরি,
উপনীত যোগীন্দ্র যথায়।
প্রণমিয়া ঋষিবর, মান কৈলা বহুতর,
সন্ন্যাসী বলেন—শুন ভূপ!
যে জন জগত স্বামী, তাঁর জ্যোতিঃ হই আমি,
শুন তাঁর তত্ত্ব অপরূপ,—
যে দেব অচিন্ত্য ভাব, উদ্ভব করেন ভাব,
স্থাবর জঙ্গম আদি করি;
নির্ব্বিকল্প নিরাময়, যাঁতে ভব ভয় ক্ষয়,
অপার সংসার সিন্ধুতরি!
দেশকাল পরিচ্ছিন্ন, ভুবন হইতে ভিন্ন,
যদ্দ্বারা আবাস্য বিশ্বলোক;
গতি কার্য্য বিবর্জ্জিত, সর্ব্বদা সর্ব্বত্রস্থিত,
ক্রান্তদর্শী বিগত বিশোক।
পূরাতে লোকের ইষ্ট, সর্ব্বহৃদে সন্নিবিষ্ট,
তদ্গত হইলে জীবে পায়;
সামান্য জ্ঞানের প্রতি, সে তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয় অতি,
সূক্ষ্ম মার্গে বোধ নাহি যায়।

বিশ্বের নিয়ন্তা হন, তদাজ্ঞায় দিন ক্ষণ,
নীরবে নিরবছিন্ন ফিরে ;
বিরজ ভুবন পতি, সর্ব্বমূলে সদা গতি,
প্রকাশিত অন্তর বাহিরে।
ভক্তে দেখে সুবদন, হাস্যে সুধা বরিষণ,
পাপী-পক্ষে পুষ্ট বজ্র পাণি ;
কেবল চৈতন্যময়, দেখিয়া নির্ভয় হয়,
অক্রতু সাধক মহা জ্ঞানী।
নির্জ্জনে ধেয়ান ধরি, সাক্ষাদনুভব করি,
আপ্তকাম মানব সুজন ;
সেই সত্য ধ্যানধারী, নিত্যধনে অধিকারী,
অন্যে দেখা না পায় কখন।
যেই জন ভাবে তাঁয়, প্রকৃষ্ট আনন্দ পায়,
বিপদ-বিধুর হয়ে অতি ;
প্রপঞ্চ মায়ার ভার, কিঞ্চিৎ না রহে তার,
অনায়াসে পায় অব্যাহতি।
অন্ধকার নাহি রয়, সব আলোকিত হয়,
আনন্দে উথলে হৃদি-কোষ ;
পরম-পুরুষ পাশে, পায় জীব অনায়াসে,
বিমল পবিত্র পরিতোষ।
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ এই মত, উপদেশ করি কত,
অন্তর্দ্ধান করেন হাসিয়া ;
প্রণমিয়া তপোধন, আহ্লাদে উথলে মন
ব্রহ্মগুণ গান বিশেষিয়া।—

আঁধার ভবনে আলো—হতাশের আশা,—
তুমি প্রাণ জুড়াবার স্থান।
আর কিবা নাম ধরি, তুমি যে কি ব্যক্ত করি,
বাক্যের ভাণ্ডার, ফুরাল আমার,
কেমনে করিব মন-ভাবের ব্যাখ্যান!

নেত্র-তারা-রত্ন তুমি,—হৃদয়-পুতলী,—
অকূলের কাণ্ডারী আমার।
এই তিন বাক্য সার, সম্ভাবনা ছিল আর,
করিতে প্রচার, হৃদ্যতা তোমার,
প্রাণ-পদ্ম-বিনোদন-আনন্দ-আধার!

মুচিতে শোকাশ্রু-ধারা তুমি হে অঞ্চল—
অন্তরের সন্তাপ-বারণ।
ভকতের প্রিয়তম, কে আছে তোমার সম;
জ্ঞান বুদ্ধিদাতা, অখিল-বিধাতা,
হৃদয়-সুহৃদ চির জীবন-পালন!

তুমি সুশীতল বারি,—তৃষ্ণা-নিবারণ
তৃণ-শূন্য ঘোর মরু-দেশে।
হেরি তব সুবদন, জুড়াই তাপিত-মন,
জল করি পান, শান্ত করে প্রাণ,
যেমন তৃষিত জীব নিদারুণ ক্লেশে।

হৃদয় কুঞ্জের নাথ! ঋতুরাজ তুমি,
তোমা হেরি মুঞ্জরে মানস।
সংসার-কার্য্যেতে হয়; শুষ্কপ্রায় এ হৃদয়,
তোমাকে তখন, করিলে স্মরণ,
প্রেমেতে প্রফুল্ল চিত হয় হে সরস।

তুমি জলধর-শোভা—সুন্দর-বরণী—
মম মন-ময়ূর-বাসনা।
তুমি সংসারের সার, তুমি সুধা রসাধার,
তুমি জ্ঞান মন, অমূল্য রতন,
তব নামামৃত পানে সন্তৃপ্ত রসনা।

তুমি স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া-তৃপ্তি-বিধায়িনী
যাহে পাপ-তাপের নির্ব্বাণ;
দূর হয় মহা শ্রান্তি, অনায়াসে পাই শান্তি,
হে নাথ যখন, হয়ে তৃপ্ত মন,
তোমার চরণ তলে করিহে পয়াণ।

উত্তুঙ্গ তরঙ্গময় দুস্তর পাথারে
তুমি ভেলা নির্ভয় আমার।
করাল কালের ভয়, তব নামে দূর হয়,
তুমি হে দোসর, সংসার ভিতর,
দুঃখের কাহিনী অন্যে কেবা শুনে আর।

হৃদয় জুড়ায়, জ্বালা জানালে তোমারে,—
তুমি যে আনন্দ সুধাকর।
বিষাদ-সন্তাপহারী, দুঃখ-নিবারণ বারি,
বল কোন্ জনা, মরম-বেদনা,
জুড়ায় তোমার মত ভুবন-ভিতর।

তুমিই সর্ব্বস্ব ; মম আর কেহ নাই ;
বারেক দেখাও প্রেম-আস্য।
তুমি সত্য নিত্য-ধন, তব আশা সর্ব্বক্ষণ ;
তোমাতে অর্পণ, করেছি জীবন,
সংসার-সম্পদ প্রতি করিয়া ঔদাস্য।

কত যে তোমার গুণ কহিতে না পারি,—
অজস্র করুণা জীব প্রতি !
কোমল মাতার মত, যতনেতে জীব যত,
কেমন পালন, কর অনুক্ষণ,
বলিহারি যাই তব করুণা মহতী !

পাছে ভুলে থাকি তব চরণ-রাজীব—
শোকের বিরাম ধাম ভবে ;
রেখেছ হে পরকাশি, কীর্ত্তিকলা রাশি রাশি,
তারা সর্ব্বক্ষণ, করে সচেতন,
তোমার সুগুণ গান করি উচ্চরবে।

সাজে যবে তরু-বাহু-বিহারিণী লতা—
কুসুম-মঞ্জরী-গাঁথা হারে,
কার না নয়ন ঝরে, সে শোভা দর্শন করে,
তোমারে তখন, করিয়া স্মরণ,
করেছ জগত-সজ্জা অদ্ভুত প্রকারে।

পরেন সীমন্তে উষা সে ভূষা অমূল—
তপ্তহেম রুচি সুশোভন;
সে রতন পরকাশি, নাশে বাহ্য তমোরাশি;
হৃদয়ে আঁধার, নাহি রয় আর,
তোমারে হেরিলে,—তুমি ভানুর কারণ।

যে ভূষণ সুধাময়ী সর্ব্বরী পরেন,—
সে জগৎ নয়নানন্দ ধন।
তার স্নিগ্ধ ছটা মরি, একবার দৃষ্টি করি,
বল কে না চায়, হেরিতে তোমায়,
জগত্-কুমুদ-বন্ধু সুধাংশু রতন!

আমিই অধম আর কি বলিব নাথ,
দয়ার বিরাম তব নাই!
সতত জীবের কাছে, সকলি প্রস্তুত আছে,
তবু ত ভুলিয়া, কুপথে যাইয়া,
দারুণ যন্ত্রণা কত সংসারেতে পাই।

চন্দ্রমা চিনিতে নারি তারাগণ মাঝে,—
নদী-মাঝে অগাধ জলধি!
অসার সংসারে সার, তুমি ভিন্ন নাহি আর;
না পারি চিনিতে, মিথ্যা ধন নিতে,
বাসনা মনের মাঝে হয় নিরবধি।

তুমি হে পরম মিত্র হিতাশী আমার,
তব বৈরী আমি নরাধম!
ভাল করে যেই জনে, বিদ্রোহ তাহার সনে,
এ প্রাণেতে ধিক, কব কি অধিক!
এমন আচার কভু সমুচিত মম?

আমি ত পামর অতি মূঢ় মতি তায়,
ভরসা অভয় মাত্র তব।
কুমতি করিয়া দূর, জ্ঞান দাও সুপ্রচুর,
করুণা প্রকাশি, হৃদি-পদ্মে আসি,
বসিয়া ঘুচাও নাথ হাহা হাহা রব।

জাগ চিত্ত-তন্ত্রী, হও সচেতন।
কেন রে অলস, অবশ এমন?
মায়া-মরীচিকা, জীবন স্বপন,—
এখনো কি জেনে করিবে গোপন?—
বুঝাবে মনেরে নয়ন-ঠারে?

জেগেছে নিকুঞ্জে বিহঙ্গম সব ;
কার নাম ধরে জুড়েছে আরব
কুঞ্জবন ভরে কাহার উৎসব,
জিজ্ঞাস তাহারা ডাকিছে কারে।

মিছা মোহ-ঘুমে ধূম কেন আর ?
নয়ন উন্মীলি দেখ একবার ;
জুড়ি ভীম তান,—তন্ত্রে ধর গান ;
দোলাও মেদিনী, গলাও পাষাণ।
প্রবেশি সে স্বর গিরীন্দ্র-কন্দরে,—
হোক না অচল,—নাচাকে ভূধরে।
উছলি সমুদ্র, হ্রদ, নদ, খাল ;
ভেদুক সে স্বর আকাশ পাতাল।
নাচুক্ আদিত্য চন্দ্রমা তারা ;
নাচুক্ পাতালে রয়েছে যারা।

নারদের বীণা কে বলে নীরব ?
কে বলে প্রেমেতে গলে না মানব ?
ধর দেখি তান খুলে দিয়া প্রাণ ;
গলে কি না দেখ হৃদয়-পাষাণ।
গাওরে সঘন মাতায়ে ভুবন ?
কোথায় থাকিবে নাস্তিক যে জন ?
নাচিবে সবাই প্রেমেতে গলে ;
ভাসিবে নয়ন প্রেমের জলে।

শুনাও শিশুরে প্রেমের সংবাদ ;
দেখ দেখি ধ্রুব, আছে কি প্রহ্লাদ।
জনমে না আর, জেনেছ সে শুক ;
ধর দেখি তান, দেখিবে কৌতুক।
জননীর কোল,—ভুলে স্তন-পান,
বাহুতুলে নেচে ধরিবে ও তান।
প্রবেশিলে স্বর শ্রবণ মূলে,
স্থাবর জঙ্গম সবাই ভুলে।

ভবেশের নামে জুড়িয়া সুতান,
মাতায়ে তুলিবে ত্রিভুবন খান।
নেচে নেচে গেয়ে আসিবে কুমার—
'ধন্য তুমি,—তব মহিমা অপার'।
দেখিবে গগন ফাটায়ে রবে ;
প্রেমিক নাস্তিক সমান হবে।

ধন্য তুমি,—তব মহিমা অপার ;—
প্রতিধ্বনি হয়ে গর্জ্জিবে আবার।
জগত সংসার লুটিয়া পড়িবে ;
আছে কি প্রহ্লাদ দেখিতে পাইবে।
গাইবে সংসার মহিমা তাঁর,
জগত ছবিটী রচনা যাঁর।

গাওরে সঘনে,—গাও করে মিল ;
গহন, আকাশ, সাগর-সলিল !
গাও দেখি তানে ছাড়িয়া ঝঙ্কার,—
'ধন্য তুমি,—তব মহিমা অপার'।
গাও রে জীমূত করি মন্দ্র-নাদ ;
দেখাও আছে কি সে ধ্রুব প্রহ্লাদ।
প্রেমেতে ঢলিয়া পড়ুক সবে,
ফুলুক মেদিনী প্রেমের রবে।

সবে তানে মিলি গাও তাঁর নাম।
হওনা অলস,—দিওনা বিরাম।
ফুরাবে এ দিন,—জীবন অস্থির ;
রচনা কর রে সমাধি-মন্দির।
লেখরে প্রাচীরে জুড়িয়া চৌধার,—
'ধন্য তুমি,—তব মহিমা অপার!'

ইন্দ্রিয় অবশ,—হবে কণ্ঠ-রোধ,
ফুরাবে কীর্ত্তন ইহ জন্ম-শোধ।
ত্যজিবে জীবন চিন্তি অনিবার,—
'ধন্য তুমি,—তব মহিমা অপার'!

সঞ্চিত থাকিবে সমাধি-ভাণ্ডারে ;
আসি কত লোক ভাবিবে তোমারে।
মৃত কাছে পাবে অমৃত সংবাদ ;
অশ্রু-জলে মিশি বাড়িবে আহ্লাদ ;

বৈরাগ্য-উদয় হইবে অন্তরে ;
জন্মিবে বিকার সংসার উপরে ;
সমাধি পড়িয়া পাবে সমাচার,—
'ধন্য তুমি,—তব মহিমা অপার'!
যায় রে জীবন,—গাওরে সঘন ;
জাগ চিত্ত-তন্ত্রী,—হও সচেতন।

—:০:—

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

পঞ্চম সর্গ।

বিজন বিপিনে ঋষি সংকীর্ত্তন করে,
দিবা নিশি থাকেন পরম হর্ষ ভরে।
দিনকর দিন করে হন সমুদিত,
নিশি সঙ্গে নিশানাথ হন প্রকাশিত।
ষড় ঋতু আসে যায় অতি চমৎকার,
শোভা হেরি মহর্ষির আনন্দ অপার।
নিজ নিজ কালে ঋতু প্রকাশে প্রতাপ,
করেন সবার সঙ্গে মধুর আলাপ।

নিদাঘে রবির কর, অতিশয় খরতর,
অনিল অনল সম তর্ তর বহিছে;
চাতক চাতকী যত, মুক্তকণ্ঠে অবিরত,
তরুর শাখায় বসি পিপাসায় দহিছে।
বকুল কুসুম রাশি, পতিত হইয়া বাসি,
বসুমতী মতিমালা সাধ করে পরেছে;
শাখা প্রতি প্রতিকূল, ঝরিছে পলাশ ফুল,
ঝল্ ঝল্ তরুতল সমাকুল করেছে।

কোন্ মেঘে পিউ যাচ চাতক সঘন রে ?
দেখ আগে কোথা হয় ঘন বরষণ রে।
পিয়াসে কাতর হয়ে, বারির আশায় রয়ে,

দেখ যেন মরীচিকা করোনা দর্শন রে।
সংসার সঙ্কট স্থান, পদে পদে ভয় রে;
সব কাল মেঘ নয় মনে যেন রয় রে।

প্রাবৃটে নীরদজালে, সদা নীর-ধারা ঢালে,
আকাশেতে ইন্দ্র-ধনু হইল রে হইল;
ময়ূরে প্যাকম ধরে, প্রেমানন্দে নৃত্য করে,
পুচ্ছ-গুচ্ছে কিবা শোভা পাইল রে পাইল।
ভ্রমর কমল আশে, সলিল নিকটে আসে;
না হেরে কমলে দুখে মরিল রে মরিল;
কেতকী কদম্ব গন্ধ, মালতীর মকরন্দ,
বিশ্বজন মন চুরী করিল রে করিল।

দেখে ও গগনে ধনু-শোভা সুপ্রচুর;
প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে নেচ না ময়ূর।
দূরেতে দেখায় ভাল, প্রভায় করেছে আলো,
নিকটে কিছুই নয়,—নাহি মিলে হাতে,
মিথ্যা মিথ্যা, শিখিবর! নৃত্য কেন তাতে?

শারদ কালে নীরদ জাল,
পীত হরিত শোভিত ভাল,
কখন নীল কখন কাল।
অমল অঙ্গ কমল দল,

ফুটিয়া আল করেছে জল,
ধাইছে সদা ভ্রমর পাল।

শোভিত ধরা বিকাশ কাশ,
সপ্তপর্ণীর সুধার হাস,
বিশ্বের তাপ করেছে নাশ।
অমৃত-সিন্ধু ইন্দু নিরখি,
সুখী চকোরী যামিনী-সখী,
ধাইছে করি সুধার আশ।

ফুটেছে কার্পাস যেন আকাশ জুড়িয়া;
কভু নানাবর্ণে মেঘ যাওরে ভাসিয়া।
কখন মাণিক মালা ফুটে দেহময়,
কখন আঁধার সব দেখে ডর হয়!
তেমতি কি অবনীতে জীবের জীবন,
সুখ দুঃখে জড়িত রেখেছে অনুক্ষণ?

হেমন্ত হিমের মূল, নাশিল কমল ফুল,
লোধ্র ফুল বনে বনে বিকসিত হয় রে;
সুপক্ক নীবার যত, অবনীতে অবনত,
দলিছে দুরন্ত যত মাতঙ্গ দুর্জ্জয় রে।
পড়িছে তুষার রাশি, হেমন্ত মিলিল আসি,
তপন লুকায় তেজ মনে পেয়ে ভয় রে;
ভুজঙ্গ আতঙ্ক পায়, শীতেতে কুঞ্চিত কায়,
বিবরে পশিয়া সদা গোপনেতে রয় রে।

সেই কি মার্ত্তণ্ড,—প্রচণ্ড প্রভাব!
কিসে শান্ত হলো তোমার স্বভাব?
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পোড়াতে সংসার;
কালের হাতে কি পড়েছ এবার;
শশী বলে মনে হতেছে বিভ্রম,
কালের আগেতে আঁটে কি বিক্রম?

শিশিরে শীতের বল, দারুণ শীতল জল,
অমল কমল দল নাশ সব হইল;
কহলার কুমুদিনী, আমোদেতে উন্মাদিনী,
হ্রদ-হৃদি শোভা করে পরকাশ পাইল।
কলস্বরে জলচরে, বিহরে সলিলোপরে,
অপরূপ শোভা ধরে হরষিত করিল;
নিশির শিশির জল, মসৃণ মুকুতা ফল,
উষির গাঁথিয়া শিরে সাধ করে পরিল।

আজ তোর দিন, হৃঁদি! মরেছে নলিন;
কেউ হাসে কেউ কাঁদে,—এই খেলা চির দিন।
ভেব না কপাল জোর, রবে না এ দিন তোর,
তুইও কালের গ্রাসে হবি গিয়া লীন;
চপল হও না এত,—রবে না এ দিন।

এলেন সে শ্যাম ঋতু শ্যামল সজ্জায়;
শাখা লতা নতশিরঃ কিসের লজ্জায়?

এটী কি শীলতা তরে, আছ মাথা নম্র করে
সম্পদে সাধুকে বটে নম্র হতে হয়।
বুঝিনু সুগুণবতী, তোমরা সকলে সতি,
করিতেছ সদাব্রত, ব্রততি নিচয়?
মিটিল অনেক আশা আসি কুঞ্জালয়।
তৃষিত ভ্রমরগণে, সদা সুধা বিতরণে
তুষিতেছ সযতনে বাসনা সবার।
সার্থক ঐশ্বর্য্য যার হেন ব্যবহার।

ধরিল যামিনী-নাথ রজত বরণ;
আসিবে কি, উষাদেবি! জাগাতে ভুবন?
পাখিতে প্রভাতি গায়, সুগন্ধ মধুর বায়,
বহিছে সুরভি-গন্ধ যথায় তথায়,
মৃত-সঞ্জীবন-রস আছে কি তাহায়?
যেমন নিদ্রাটী ভাঙে দেখিলে তোমায়,
সে রূপ যদ্যপি, দেবি! মোহ-ঘোর যায়;
জীবের এ ঘোর ভবে, ভাগ্যের গরিমা তবে,
কত যে হইবে তাহা কহিব কেমনে!
দেখাও সে রূপ যদি রেখেছ গোপনে।
এখনো দেখি না কই?—না, ঐ যে উজলি অই,
হইতেছে ধৌত-রাগে পূর্ব্বে প্রকাশিত,
ললাটের ফোঁটা তব কাঞ্চন-মণ্ডিত।
প্রিয়ার তরঙ্গ-জালে, গাঁথি যত্নে মৌলী-মালে

রেখেছেন পশুপতি করিয়া আদর ;
তুমি কি রেখেছ কান্তে ললাট উপর ?
অরুণের প্রতি কিছু অনুরোধ আছে ;
নিবেদন করি, দেবি ! গিয়া তাঁর কাছে,—

এই যে জীবের প্রাণ জুড়াতে আইলে,
জীবদ মূরতি !
বসে আছি তোমা তরে, সাধি দেব সকাতরে,
দিনের ভাণ্ডার, কোথায় তোমার ?
এই তত্ত্ব দয়া করে বল দাস প্রতি।

দিন কিছু দিতে হবে, দিনকর তুমি,
অধীন পামরে।
যৌবনে অজ্ঞান হয়ে, সতত কুপথে রয়ে,
বৃথা দিন কত, করিয়াছি গত,
সেই দিন ভিক্ষা দাও দীনে কৃপা করে।

করিয়া দিনের কাজ ফিরে দিব দিন,
আছে আকিঞ্চন।
দুর্দিনে বিপাক ঘোর, তবে ত খণ্ডিবে মোর ;
ওহে কৃপাধার, সাধি বার বার,
দাসের মিনতি শুন ধরি শ্রীচরণ।

অনুরোধ করিছেন তব জায়া ছায়া,
আমার কারণ।
রুধিয়া তোমার পথ, ধরিবেন তব রথ;
তাই দীর্ঘাকারে, পশ্চিম দুয়ারে,
ধাইছেন দেখ, দেব! ফিরায়ে নয়ন।

অই যে উঠিলে দেখি, না বলে আমারে,
মস্তক উপরে।
তবে কি বিগত দিন, পাবে না এ দীন হীন?
যাও নিজ স্থান, হই সাবধান,
সত্যের শৃঙ্খলে চিত্ত বাঁধি দৃঢ় করে।

আকাশেতে অংশুধর, দিতেছেন খর কর,
কোকনদ হ্রদ মাঝে আমোদেতে হাসিছে।
শাখায় বিহগকুল, হয়ে অতি শ্রমাকুল,
চঞ্চুপুট মেলি স্থধু ঘন ঘন ধুকিছে।
তাপিত মহিষ দল, সন্ধান করিতে জল,
সফেণ বদনে সবে চারি দিকে ধাইছে।
কাতরে বরাহগণ, শব্দ করি ঘন ঘন,
পঙ্কিল পল্বল মাঝে আনন্দেতে পশিছে।

হইল মধ্যাহ্নকাল দেখে তপোধন,
ফল মূল তুলে সুখে করেন ভোজন।
পরিশেষে মধ্যাহ্নের শোভা দরশনে,
ভ্রমণ করেন কুঞ্জে আমোদিত মনে।

সৌর-করে শৈল-শোভা হয়েছে অপার,
বাক্যে সে শোভার কথা কহা কিছু ভার।
তমোহর ভয়ে তমঃ পরাণ লইয়া,
গভীর গুহার মাঝে আছে লুকাইয়া।
সুজাত প্রস্তর জ্বলে তাহার ভিতরে,
চাহিয়া আঁধার যেন সভয় অন্তরে।
তুষার আবৃত শুভ্র শিরোদেশ দিয়া,
ধবল নির্ঝর বারি পড়িছে গলিয়া।
নরলোক সঙ্গে কথা নাহি কন গিরি,
মিনতি করিয়া যোগী কন ধীরি ধীরি,

গিরি হে!
ডেকে সম্ভাষণ নাহি কর এক বার,
ইহাতে কি অভিমান হয় না আমার?
নিত্য কত হাসি হাসি, তোমার নিকটে আসি,
তুমি মৌন হয়ে থাক একি চমৎকার!

অমূল রত্নের খনি তোমাতে উদয়,
তাই এত অভিমান করিতে কি হয়?
সত্য সুখ শান্তিধাম, শুনালে বিভুর নাম,
কোমল না হয় তব পাষাণ হৃদয়!

আমার ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল ত রতনে,
পূজিত আমার পদ নরপতিগণে;
এই যে হৃদয় মম, ছিল ত পাষাণ সম,
আমি ত কৈ ভুলি নাই সে বিশ্বরঞ্জনে?

গিরির গহ্বরে ধ্বনি হলো সেইক্ষণে,—
'আমি ত কৈ ভুলি নাই সে বিশ্বরঞ্জনে?'
এই রূপ শব্দশুনি, চৌদিকে চাহিয়া মুনি,
শৈল হতে এলো ধ্বনি বুঝিলেন মনে।

যোগীর সরস বাণী শুনিয়া শ্রবণে,
উত্তর না দিয়া গিরি থাকিবে কেমনে;
তাই প্রতিধ্বনিচ্ছলে, কহিলেন কুতূহলে,—
'আমি ত কৈ ভুলি নাই সে বিশ্বরঞ্জনে"।

গিরি প্রতি কহিলেন ধীর তপোধন,—
'ধন্য পুণ্যবান তুমি জানিনু এখন।
ভব ধন্য তব গুণে, তোমার সুবাক্য শুনে,
আমি ধন্য,—ধন্য মম জনম জীবন।

এইরূপে শৈল সঙ্গে সম্ভাষণ করে,
অন্য দিকে যান যোগী প্রফুল্ল অন্তরে।
অপূর্ব্ব কান্তার কান্তি কে করে দর্শন,
নানা পুষ্প বিকসিত বিচিত্র বরণ।
সে পুষ্প পরাগ সব উড়ে বায়ু ভরে,
সৌরভে সকল বন আমোদিত করে।
পীত-প্রভা সংযুত হারিত অনুরাগে,
শ্যামল তমাল বনে দিবানিশি জাগে।
কদম্ব কানন মাঝে কলাপী কলাপ,
কেকারব করি সব দূর করে তাপ।

স্থানে স্থানে ভ্রমিতেছে মৃগসারগণ,
প্রসারিত নেত্রভঙ্গে তৃপ্ত করে মন।
কোথাও ভল্লূকীগণ লইয়া সন্তানে,
অচকিতে চেয়ে আছে তপস্বীর পানে।
কোন খানে আম জাম বাদাম খর্জ্জুর,
নারিকেল হরিতকী পিয়াল প্রচুর;
কেঁয়াদ পনস রম্ভা তরু মনোনীত,
সুন্দর ফলেতে সব রয়েছে শোভিত।
শোভা দেখি তপস্বীর সুখ বাড়ে অতি,
প্রেম ভরে কহিছেন নিকুঞ্জের প্রতি,—
'ওহে কুঞ্জ! কে যে তুমি চিনিতে কে পারে?
পরমার্থ রস নিয়া এসেছ সংসারে।
তোমার পবিত্র ধামে যেই করে বাস,
স্বর্ণ-অট্টালিকা-বাস তার উপহাস।
কল্পতরু সম এই সংসারের মাজে,
এই যে বিবিধ তরু সুন্দর বিরাজে;
তাহাদের মাঝে যাহে সূক্ষ্ম পত্র রয়,
তন্মধ্যে সুসূক্ষ্মতম পত্র যাতে হয়,
লক্ষ কোটি সে পত্র খণ্ডের এক খণ্ডে,
শত শত উপদেশ দেয় দণ্ডে দণ্ডে।
এই যে সুফল পূর্ণ যত বৃক্ষগণ,
পুণ্যবান কেবা আছে ইহারা যেমন?
শত্রু মিত্র কিছু ভেদ না ভাবি অন্তরে,
সকলেরে ছায়া আর ফল দান করে।

এক দিন চক্ষে আমি দেখেছি সাক্ষাৎ,
একটা উন্মত্ত গজ এলো অকস্মাত;
এই যে কপিত্থ বৃক্ষ পরম শোভন,
ইহাতে বন্ধুর বপু করিল ঘর্ষণ।
সে বপু ঘর্ষণে ত্বক বিস্তর ছিঁড়িল,
বেদনায় তরুবর কাঁপিয়া উঠিল।
কিন্তু তাহে বিরক্ত না হয়ে মনে মন,
পরিপক্ক ফল তারে দিল সেইক্ষণ।
তাতেই জেনেছি দয়া বৃক্ষের অপার,
এমন কৃপালু নাই সংসারেতে আর।
ইহাদের ভাব যেই করে দরশন,
চোকের কলুষ তার হয় বিমোচন।
ইহাদের সহবাস করে যেই জনা,
ছন্ন ছন্ন হয় তার মনের বেদনা।
ভ্রমরের গুণ এক দেখি চমৎকার,
আশ্চর্য্য সে হয় বড় অন্তরে আমার।
এক দিন উষাকালে ভ্রমণ করিয়া,
মালতী-মণ্ডল-তলে আছি দাঁড়াইয়া;
ফুটেছে কুসুম কলি,—কান্তার-বিভব;
মধু-আশে তাহে অলি বসিতেছে সব।
চাহিয়া রয়েছি আমি সতৃষ্ণ নয়নে,
দেখিতে পাইল মোরে মধুকর গণে;
মহতের রীতি এই সর্ব্বকাল আছে,
বুভুক্ষু থাকিলে কেহ ভোজনের কাছে,

খাদ্যদ্রব্য-অংশ কিছু দান করি তারে,
আপনি তাহার পর বৈসেন আহারে।
আমারে তৃষিত যত ভ্রমরে দেখিয়া,
কেমনে খাইবে মধু অংশ নাহি দিয়া,
বিবেকী অলির আহা কব কিবা গুণ
পিযূষ ঢালিয়া দিল করি গুন্ গুন্।
যদি কেহ সব সুধা আনে একবারে,
তবু তার তুল্য হতে পারে কি না পারে?
অমৃত অধিক হেন সুমধুর ধন,
কুঞ্জ বিনা আর কোথা হয় উপার্জ্জন?
যেই জন পাইয়াছে এ সব সন্ধান,
এ রসে হয়েছে আর্দ্র যাহার পরাণ,
সেই জানে কি রসেতে রাজ্যত্যাগ ক'রে,
বনচারী আজি আমি কানন ভিতরে।

কুঞ্জ সঙ্গে আলাপন করে মন সুখে,
উপনীত হন যোগী হ্রদের সম্মুখে।
মনোহর হ্রদ অতি শোভিত শোভায়,
জলচরগণ সুখে কেলী করে তায়।
নানা জাতি পুষ্প সব হয়ে বিকসিত,
তজ্জল রেণুর গন্ধে করে আমোদিত।
শোভা হেরি যোগিবর বলে,-'মরি মরি,
জীবন জুড়াল হ্রদ দরশন করি।
অনিত্য কিছার সুখ ভোগের কারণ,
সংসারেতে কত কাল করেছি হরণ।

অরণ্যের সুখ সব আস্বাদন করে,
সংসারের সুখ কিছু মনে নাহি ধরে।
যে কালে করেছি বাস সংসার ভিতর,
ইন্দ্রিয় সুখেতে রত ছিনু নিরন্তর।
যুবতী কামিনী সব সেবাতে থাকিত,
তাদের লইয়া কাল কৌতুকে কাটিত।
এখন অনিত্য সুখে মন নাহি ধায়,
লক্ষ কোটী গুণে সুখ পেতেছি এথায়।
এই যে হ্রদের শোভা দেখে একবার,
নারী-সহবাস সুখ বাঞ্ছা হয় কার?
প্রকট-কমল-কান্তি ত্রিলোক-বাঞ্ছিত,
রমণীর আস্য তার তুল্য কি কিঞ্চিত?
শত পুষ্প এককালে ফুটে যে সময়,
নারী-আস্য-শোভা কোথা সে সময় রয়?
এই যে খঞ্জনী যত নর্ত্তন-কারিণী,
সুধাপরিপূর্ণ চারু-চক্ষুবিধায়িনী,
চঞ্চলা হইয়া যদি পার্শ্বদৃষ্টি করে,
শত কোটি কামিনীর নেত্র-রাগ হরে।
যখন এদের দেখি রঞ্জন লোচন,
অন্তরের পাপ তাপ হয় বিমোচন।
যে সময় অলিগণ মত্তমনা হয়ে,
কমল-কাননে ডাকে একত্তরে রয়ে,
সুধারসে আর্দ্র করে সর্ব্ব কলেবর,
কি মধুর তার কাছে কামিনীর স্বর?

ঈষদ্ বিকচ থাকে পদ্ম যে সময়,
মত্ত অলি চুম্বনে যে শোভা তাতে হয়,
সে শোভা দেখিলে পরে কে বা আর চায়,
পুষ্টতরা পয়োধরা নব-যৌবনায় ?
দেখিলে এ হেন চারু সরল মৃণাল,
আর কি নারীর বাহু বোধ হয় ভাল ?
পরিস্নিগ্ধ জল মধ্যে সরোজ মাঝারে,
রাজহংস রাজহংসী সুন্দর বিহারে,
তাদের চলন দেখে মনোহর অতি,
ভাল নাহি লাগে আর মন্থরা যুবতী।
নারীর যৌবন গেলে আর নাহি ফিরে,
অধিক মাহাত্ম্য আছে এ হ্রদের নীরে,—
ইহার যৌবন গিয়া আসে বার বার,
সঙ্গে লয়ে অনুপম শোভার ভাণ্ডার।
বাড়বাগ্নি রমণীর যৌবন-সাগরে,
দূর হতে দেখিলে সে তনু তপ্ত করে ;
নামিলে তাহার জলে নিস্তার কে পায় ?
ধর্ম্মভয় ধ্যান জ্ঞান সব পুড়ে যায়।
এ জলের গুণ আছে গরিষ্ঠ তাহার,
হেরিলে চক্ষুর ঘুচে পাপ তাপ ভার ;
সলিল মাঝারে বপু ঢালি দিলে পর,
অমনি শীতল হয় সর্ব্ব কলেবর।
সকলি পবিত্র দেখি এ হ্রদের মাজ,
মূর্ত্তিময়ী হয়ে শান্তি করিছে বিরাজ।

চক্ষে যা এখানে দেখি শুনি যা শ্রবণে,
নীরস কিছুই নাহি বোধ হয় মনে।
রজস্তম না পরশে দেখিলে এ হ্রদ,
ধন্য ধন্য হ্রদ তুমি জ্ঞানীর সম্পদ।
এইরূপ আনন্দে আছেন মহাভাগ;
রবি অস্তে যায়, শূন্যে ধরে রক্ত রাগ।
সুন্দর সুরভি সব ছুটিয়া আসিছে,
পাছু পাছু বৎসগণ ধাইয়া যাইছে।
গোধূলি পূরিল বনে গোধূলি আইল,
মধুর প্রদোষ বায়ু বহিতে লাগিল।
পাখী সব কলরব করিয়া আসিছে,
বরাহ মহিষগণ সলিল ত্যাজিছে।
ভল্লূক ভল্লূকী সব জলের লাগিয়া,
হুহুঙ্কারে গিরি হতে আসিছে নামিয়া।
পাপিয়া গজল দিয়া ধরিয়াছে তান,
উদিত যামিনী-পতি দিবা অবসান।
সম্ভাষিয়া হ্রদে যোগী মধুর কথায়,
আসি বলে হাসি হাসি হলেন বিদায়।
ধূম প্রায় হইয়াছে বন সমুদয়,
নয়নে সুস্পষ্ট আর দৃষ্টি নাহি হয়।
গগনে শীতল রশ্মি সহায় হইয়া,
লয়ে যান যোগীবরে পথ দেখাইয়া।
থাকিয়া পথের মাঝে বিস্তর অন্তরে,
দেখেন আশ্রম গিরি নয়ন-উপরে।

মনে ভাবিছেন এই হই উপনীত,
কতবার সে আশে হলেন প্রতারিত।
পরিশেষে বহুদূর করিয়া গমন,
সন্নিকটে কুটীর করেন দরশন।
আশ্রম ভিতরে গিয়া শ্রম করি দূর,
খাইলেন কিছু ফল মূল সুমধুর।
অতঃপর শিলাপটে বসি জ্ঞানবান্,
মধুর মুরলী-যোগে আরম্ভিলা গান,——

হের সেই বিধু পূর্ণ মধুরস,
বিশ্বে যাঁর জ্যোতিঃ যামিনী দিবস।
হৃদয়-চকোর-অমূল রতন,
পিযূষ-পয়োধি তৃপ্তি নিকেতন।
জুড়াও পরাণ জুড়াও জীবন,
নয়নে নিরখি সুধানিধি ধন।
এমন সুদিন না হবে কখন,
জনম সফল কর এইক্ষণ।

——:০:——

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

ষষ্ঠ সর্গ।

গভীর ত্রিযামা,—ঘোর কান্তার গভীর ;
নিস্তব্ধ নিদ্রার কোলে স্বভাব সুস্থির।
কেবল গিরির অঙ্গে,
ঝর্ঝর পবন সঙ্গে,
কখন নিস্বন্ শব্দ তরুর শাখায় ;
দূরেতে বিহগ-রব কভু বা শুনায়।
ভূধর হৃদয় ফুটে,
উৎপ্লুত প্লাবন ছুটে,
উছলি সলিল-স্রোত ছাড়িছে কল্লোল ;
বহিছে সে ধ্বনি কভু মারুত হিল্লোল।
স্তব্ধ এবে পর্ণ-গেহ ;
শৈবালে কমল দেহ,
শিথিল নিদ্রার ঘোরে,—রয়েছে পতিত ;
অদূরে জীবাত্মা ভ্রমে চিন্তার সহিত।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে,
দূরেতে কুটীর ঘরে,
দেখেন বসিয়া এক সন্ন্যাসী সুজন ;
আশ্চর্য্য মূরতি তাঁর না দেখি তেমন।
নাই রূপ সে প্রকার ;
নাই বস্ত্র অলঙ্কার ;

মুখের ভঙ্গিমা তাঁর উদর সমান;
করিছেন জগতের লোকে শিক্ষাদান।
দুর্ব্বর্ষ বিকট দেহ,
বিক্রমে না আঁটে কেহ,
ভ্রুকুটী নিক্ষেপে বীর দাঁড়ায়ে সেখানে,
ছিঁড়ে ফেলে অর্কশশী,—স্বর্গ টেনে আনে।
সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া,
যতনে সুশিক্ষা নিয়া,
পরম পণ্ডিত ভবে হতেছে যে ধীর,
ধরিছে কুন্তল তার কসিয়া সে বীর।
কিন্তু সে সুজন তায়,
কিছু না যন্ত্রণা পায়;
আনন্দে সংসারে কাল করিয়া হরণ,
অন্তে পুষ্পরথে যায় অমর ভুবন।
দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়ে,
গলেতে বসন লয়ে,
কহিলেন নরমণি করিয়া বিনয়,—
'কে বট আপনি মোরে দেহ পরিচয়।
তোমার নিকটে রব,
তব কাছে শিষ্য হব,
হয়েছে বাসনা, দেখে প্রকৃতি তোমার;
কিন্তু এক ভ্রম, অগ্রে খণ্ডাও আমার।
এমন কৌতুক ভবে,
কে কোথা দেখেছে কবে,—

উদর সদৃশ তব কি জন্য বদন ?—
কি জন্য অঙ্গেতে নাই বসন ভূষণ ?
ও বীর-কুঞ্জর কে সে ?
তব প্রিয় শিষ্য কেশে
কেন বা ধরিছে আসি করিয়া বিক্রম ?
দীক্ষা কর ঘুচাইয়া এ সব বিভ্রম।'
হাসিয়া সন্ন্যাসী কন,—
' শুন শুন, হে রাজন !
চিন্তা কেন ? সবিস্তার কহিব তোমায়।
মম নাম তত্ত্ব-জ্ঞান,—চেন না আমায় ?
এথা দিবা বিভাবরী
সবে জ্ঞান দান করি।
দেখিছ যে সব মম প্রিয় শিষ্যগণ,
পণ্ডিত হতেছে জ্ঞান করি উপার্জ্জন।
তাদের কুন্তল-রাশি,
টানিছে কৃতান্ত আসি।
ধরিছে চিকুর কেন বুঝিতে না পার ?
সাবধানে শুন সব কহিব বিস্তার।
এ ভবে বিভব লয়ে,
সতত বিহ্বল হয়ে,
বৃথা কাজে মত্ত থাকে তত্ত্বহীন জন ;
অন্তের কিঞ্চিত চিন্তা না জানে কেমন।
প্রাণান্ত হইলে পর,
কষ্ট পায় ঘোরতর

দুঃখের আবর্ত্তে ঘোরে জীবাত্মা সঙ্কটে।
আমার শিষ্যের কিন্তু সেরূপ না ঘটে।
সতত কৃতান্ত কাছে,
কুন্তল কসিয়া আছে।
মৃত্যু মনে অহরহঃ জাগিছে কেবল ;
সংসার সম্পদে কেহ না হয় চপল।
নাই বস্ত্র অনুপম,
দিগম্বর দেহ মম,
দেখিয়া বিচিত্র জ্ঞান হয়েছে তোমারে ;
সত্যের কি কাজ আছে বস্ত্র অলঙ্কারে ?
যেখানে দেখিবে ভাণ ;
চাই সেথা পরিধান,
নানাবিধ সুবিচিত্র বসন ভূষণ,—
অন্তরের সত্যভাব করিতে গোপন।
মুখের গঠন মম,
দেখিছ উদর সম,
তাহাতে সংশয় এত কিসের কারণে ?
উদরে তাহাই মম যা শুন বদনে।
এই নৃপ মহাশয় !
শুনিলে ত পরিচয়।
অতএব প্রমাদ ভেব না আর মনে ;
নীতি-শাস্ত্র শিক্ষা কর পরম যতনে।'
শুনিয়া রাজর্ষি কয়,—
'ক্ষমা কর মহাশয় !

হেলায় সকলে পার করিতেছ ভবে।
তোমা ভিন্ন এ কর্ম্ম কি অপরে সম্ভবে ?
যদ্যপি সদয় চিতে,
ইচ্ছা তব শিক্ষা দিতে ;
কি গ্রন্থ করিব পাঠ কহ, মহাশয় ?
কি শাস্ত্রে হইবে মম জ্ঞানের উদয় ?'
হাসি তত্ত্ব-জ্ঞান কন,—
'গ্রন্থে নাহি প্রয়োজন ;
স্বভাব-পুস্তকে নানা নীতি যায় দেখা,
তত্ত্ব-হীন অন্ধের অদৃশ্য সেই লেখা।
স্বভাবের যথা তথা
লেখা আছে নীতি-কথা।
লেখা-রেখা পড়িতে পণ্ডিতে হয় দড়,
মূর্খের নয়নে লাগে কেবল আঁচড়।
ষড় ঋতু আসে যায়,
রবি শশী শোভা পায়,
যামিনী প্রভাত হয় দেখা দেয় দিবা ;
পর্য্যায়-শৃঙ্খলে গাঁথা সামঞ্জস্য কিবা !
আকাশে প্রকাশে তারা ;
মেঘে ঢালে জল-ধারা ;
রচনা কর্ত্তার ইথে প্রকাশ যে গুণ,
সেই জানে এ পাঠ যে পড়িতে নিপুণ।
নির্জ্জনে নিবিষ্ট মনে,
নীতি-শাস্ত্র অধ্যয়নে,

স্বভাবে নয়ন রাখি মগন থাকিবে,
অমূল জ্ঞানের কথা বিস্তর পাইবে।'
এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান,
হয়ে অতি যত্নবান্,
ঋষিরে সন্ধান নানা কহেন আদরে,
হেনকালে কুক্কুট ডাকিল তরুপরে।
পাতা লতা পর্ণঘরে,
নাচিল পবন-ভরে,
জাগ্রত হইয়া যোগী দেখেন চাহিয়া,
পশ্চিমে যামিনী-পতি পড়েছে ঢলিয়া,
গাত্রোত্থান করি ভূপ,
স্বপ্ন ভাবি অপরূপ,
চৌদিকে দেখেন চেয়ে হয়ে হরষিত,
অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা স্বচ্ছন্দে লিখিত।—

[১]

স্বভাব হইতে শিক্ষা পাইবার আশে,
একচিত্তে মহর্ষি দেখেন চারি পাশে।
এ হেন সময়ে এক বিচিত্র হরিণী,
সম্মুখে আইল বেগে বিদ্যুত-গামিনী।
প্রেমেতে পূরিত ছিল পুলকিত-কায়,
মিনতি করিয়া যোগী কহিছেন তায়,—
'রাখ কথা, স্বর্ণ-লতা কুরঙ্গিণি ধনি!
একবার মুখ তুলে দাড়াও আপনি।

দেখে তব সুরঞ্জন চঞ্চল লোচন,
চোখের কলুষ-কালী করিব মোচন।
কর পেতে ধরাপতি নাহি কর পেতে ;
কেমন স্বাধীন ভাবে আছে দিবা রেতে !
তৃণ জল বন ফল করিয়া ভোজন,
স্বচ্ছন্দে বিহার কর ভ্রমিয়া কানন।
তপস্যার বলে তুমি সদা সুখী বনে,
না জান পরের হিংসা চাটুকার মনে।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিথাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল।'

[২]

এই রূপে সম্ভাষণ করি মন সুখে,
দেখেন যোগীন্দ্র এক করীন্দ্র সম্মুখে।
উথলিল মহর্ষির সুখের সাগর ;
কহেন করীর প্রতি যুড়ি দুই কর,—
'করে ধরি, কৃপাকরি দাঁড়াও হে করী !
একবার তোমার প্রকৃতি দৃষ্টি করি।
অতি বড় দীর্ঘ দেহ,—বল ততোধিক,
গরিমা কিঞ্চিত নাই কিবা অমায়িক !
রসা যায় রসাতল যদি কর মন ;
কিন্তু কি প্রকৃতি তব !—মন্থর গমন।
হস্তী হয়ে আপনারে কীট সম ভাব ;
বড় জ্ঞানী তুমি ; কেবা বুঝে তব ভাব ?

না পর কণ্ঠেতে কোন রত্ন-আভরণ;
চিনিয়াছ স্বাধীনতা অমূল্য-রতন।
পরাধীন হও যদি দৈবের অধীন,
মলিন বদন তব হয় দিন দিন।
না দেখ মদন-বশে বনিতার মুখ,—
পুত্রের ঘটিবে ব'লে অধীনতা-দুখ।
তোমার মহিমা বড় বুঝিলাম আজ,—
ভবিষ্যত ভেবে কর বর্ত্তমানে কাজ।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল।

[৩]

এইরূপে যোগিবর কুঞ্জরে দেখিয়া,
অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা গ্রহণ করিয়া,
সানন্দ অন্তরে আসি কুঞ্জ-অভ্যন্তরে,
দেখেন মালতী লতা নয়ন উপরে।
জননী বলিয়া শুয়ে ধরণীর কোলে,
দুলিতেছে মন্দ মন্দ বায়ুর হিল্লোলে।
তপোধন সম্বোধন করিয়া তাহায়,
কহিছেন মৃদু মৃদু মধুর কথায়,—
'অয়ি গো শোভনে, দেবি সুলতা মালতি!
আজি বড় প্রসন্না হইলে মম প্রতি।
দয়া করে শিক্ষা দিলে যেরূপ সুনীতি,
যত্ন করে তোমারে সেচিব নিতি নিতি।

দিন দশ হলো ভূমি ভেদ ক'রে এসে,
প্রকাশ পাইলে তুমি ঘন-শ্যাম বেশে।
পাঁচ ছয় দিনে হলো পাতা নীল নীল;
কৌতুকে লাগিনু আমি সিঞ্চিতে সলিল।
সাত আট দিনে তব উচ হলো শির,
বাড়িতে লাগিল নীল ললিত শরীর।
মনে ভাবিলাম আর কিছু দিন হলে,
পরশিবে শির গিয়া গগন মণ্ডলে।
আজি দেখি ধরাতলে হয়েছ পতিত,
ধূলায় সে শির পড়ে হতেছে লুণ্ঠিত।
বুঝিলাম বড় বড় হয়া ভাল নয়,
যত বড় হও তত নত হতে হয়।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল'।

[৪]

এরূপে যোগীন্দ্র বহু যতন করিয়া,
লইলেন নানা তত্ত্ব স্বভাব দেখিয়া।
নানা স্থানে হৃষ্টমনে করিয়া ভ্রমণ,
স্বভাবের ভাব সব করেন দর্শন।
দেখেন কুটীর কাছে আসি যোগেশ্বর,
শুষ্ক এক জাতি ফুল শাখার উপর।
দৈবাত উঠিল বায়ু মহা বল ভরে,
কোথা গেল পুষ্প সেই সন্ধান কে করে।

মৌন হয়ে কিছুক্ষণ মুনি মহাশয়,
কুসুমের প্রতি কন মানিয়া বিস্ময়,—
'কে জানিত, তুমি, পুষ্প ! শিক্ষা দিবে ব'লে,
আমার কুটীর দ্বারে প্রকটিত হ'লে !
এক দিন দেখিলাম তুমি মুকুলিত,
আর দিন দেখিনু হয়েছ বিকসিত ;
চলিত বসন্ত বায় হতেছ সঘন,
সৌরভে করেছ পূর্ণ সকল কানন ;
আজি দেখি বায়ুবেগে গেলে কোন্ ঠাঁই,
তত্ত্ব কে পাইবে তব চিহ্ন মাত্র নাই।
বুঝিলাম সংসারে অনিত্য সব হয়,
দিন দুই কাল মাত্র রহে সমুদয়।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল'।

[৫]

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গিয়া তটিনী-নিকটে।
দাঁড়ালেন ঋষিরাজ তৃণময় তটে।
অপূর্ব্ব নির্ম্মল বারি কাক-চক্ষু প্রায়,
স্বীয় প্রতিবিম্ব যোগী দেখিলেন তায়।
কৌতুক করিয়া ঋষি হাসি হাসি কন,
'কে গো তুমি জলে কাল করিছ হরণ ?'
ছায়ার নিকট যোগী উত্তর না পান,
দেখিলেন সুধু তার সহাস্য বয়ান।

কুটিল নয়নে পুনঃ জিজ্ঞাসেন তায়,—
'কে হে তুমি পরিচয় দেহ না আমায় ?'
ছায়ারও সে রূপ দেখে বিকট লোচন,
জ্ঞান পেয়ে কন যোগী মধুর বচন,—
আজি আসি হাসি হাসি তটিনীর তীরে,
তোমারে হেরিনু, ছায়া ! সুনির্ম্মল নীরে।
আলাপ করিনু হেসে কেবা তুমি ব'লে,
তুমিও হাসিলে মোরে দেখে কুতূহলে।
কিন্তু কি বলিলে মোরে নারিনু বুঝিতে,
কেবল মুখের ভঙ্গী পাইনু দেখিতে।
'কি বলিলে ?' ব'লে করি ভ্রূকুটি ক্ষেপণ,
তুমিও দেখালে মোরে কুটিল লোচন।
জ্ঞান পাইলাম দেখে তোমার স্বভাব,—
যে ভাব দেখাব অন্যে, দেখিব সে ভাব।
প্রিয় বাক্য বলে আমি ডাকিব যে জনে,
সে জন ডাকিবে মোরে অমিয় বচনে।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল।

[৬]

এইরূপে ছায়ারে সন্তুষ্ট করি তবে,
ভ্রমণ করেন ঋষি ভাসি সুখার্ণবে।
দেখেন কূলের কাছে সারস বিহঙ্গ,
ভাঙ্গিল শুক্তিকা এক ক'রে মহারঙ্গ।

বিভাকর রত্ন এক যেন দিবাকর,
ছিল সেই শুক্তি মাঝে পরম সুন্দর।
ঋষিবর ত্বরাপর হইয়া তখন,
তুলে লয়ে মুক্তা ফল করেন চিন্তন,—
‘ কিবা এ বিচিত্র দ্রব্য ছিল শুক্তি মাজে,
নির্ম্মল নক্ষত্র যেন গগনে বিরাজে।
মুক্তা ফল এইরূপ দেখেছি নয়নে,
একে কিন্তু মুক্তা বলে নাহি লয় মনে।
মুকুতা মুকুটে পরে মহারাজ যারা,
শুক্তিকাসম্ভূতা হলে পরিত না তারা ’।
নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া মহা ধীর,
অবশেষে মুক্তা তারে করিলেন স্থির।
যত্ন করি যোগিবর রাখি তারে করে,
কহিছেন মৃদু মৃদু সুমধুর স্বরে——
‘ ও হে মুক্তা, নৃপতির মুকুট-ভূষণ !
শুক্তি মাঝে কর তুমি জনম গ্রহণ ?
এত দিন তাত আমি না জানি স্বপনে,
আজিকে আশ্চর্য্য বড় দেখিনু নয়নে।
শুক্তিতে তোমারে যাই হেরিনু প্রথম,
কে তুমি হইবে জ্ঞান নাহি হলো মম।
মনে মনে বিতর্ক করিনু কত বার,
নৃপতি না এরে পেয়ে করে অহঙ্কার ?
পুন ভাবিলাম,—তাহা যদি ইহা হবে ?
জঘন্য শুক্তির মাঝে আছে কেন তবে ?

আকার প্রকারে শেষ করিলাম স্থির,
তাই বটে শোভা যায় পায় রাজ-শির।
তোমা হতে পাইলাম নীতি মনোহর,
ঘৃণিত যে বস্তু আছে সংসার ভিতর,
ভাব তার বুঝে যদি চতুর সুজন,
আদরের ধন তাতে করে উপার্জ্জন।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আলো।

[৭]

এরূপে যোগীন্দ্র হয়ে সানন্দ হৃদয়,
হৃদি-কোষে জ্ঞানরত্ন করেন সঞ্চয়।
বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া শ্রমাকুল,
ক্ষুধিত হইয়া খান কিছু ফল মূল।
খাইতে খাইতে যোগী ভাবেতে মজিয়া,
কহেন হস্তের প্রতি বিনয় করিয়া,——
'ওহে হস্ত, নিত্য তুমি হয়ে যত্নবান,
ভোজ্য-দ্রব্য আনি মুখে কর সম্প্রদান।
বড় সাধে খেয়ে মুখ সুখ বটে পায়,
তোমারো হে উপকার হয় কিন্তু তায়।
নিত্য নিত্য খাদ্য মুখে আনি দেহ ব'লে,
নড়িতে চড়িতে তাই পার হে সবলে।
খাদ্য-দ্রব্য যদি নাহি দেহ এক দিন,
শকতি না রবে আর হবে অতি ক্ষীণ।

ব্যস্ত হয়ে মোরে আর হবে না কহিতে,
তোমার ইঙ্গিত-ভাব পেরেছি বুঝিতে।
অন্যের কল্যাণ সদা করে যেই জন,
আপন মঙ্গল সেই করে উপার্জ্জন।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল।

[৮]

এইরূপে উপার্জ্জন করি কত জ্ঞান,
দেখেন মহর্ষি দিবা হলো অবসান।
নীলোজ্জ্বল আকাশেতে শশী দিল দেখা,
দেখেন যোগীন্দ্র তাতে কলঙ্কের রেখা।
বিধু দেখে মহর্ষির হলো বোধোদয়,
কহেন শশীর প্রতি করিয়া বিনয়,—
'সুপ্রসন্ন হ'য়ে শুন, শীতল-কিরণ!
তোমার মহত্ত্ব বড় জানিনু এখন।
যে কলঙ্কে ত্রিজগতে করে হেয় জ্ঞান,
আদরে দিয়াছ তারে কোল-মাঝে স্থান।
তথাপি তোমার রূপ নেত্র-তৃপ্তিকর,—
জগতের সুখ-রত্ন,-সুধার-সাগর।
সকলের তেজ্যজনে দিলে কৃপাশ্রয়,
মহতের মহত্ত্ব না নষ্ট তাহে হয়।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল।

(৯)

রজনী আগত দেখে মুনি মহামতি,
কুটীরাভিমুখে যান মন্দমন্দগতি।
যাইতে যাইতে পথে তপস্বী সুজন,
সম্মুখে শিরীষ-বৃক্ষ করেন দর্শন।
স্ফুটিত কোমল পুষ্পে প্রফুল্ল অন্তরে,
ডাকিছে সহস্র অলি গুন্ গুন্ স্বরে।
মধুকর-গুঞ্জস্বর শুনিয়া শ্রবণে,
জিজ্ঞাসেন মুনিবর মধুরবচনে,—
'দিবানিশি ফুলে বসি গুন্ গুন্ স্বরে,
কি বল ভ্রমর তুমি বল পষ্ট করে।
গুন্ গুন্ কথা তব বুঝা নাহি যায়,
করুণা করিয়া বল প্রকাশি আমায়।'
এরূপ কহিয়া যোগী মধু-প্রিয় প্রতি,
ত্রস্ত হয়ে পুনঃ কন বিনয়-ভারতী,
'বুঝেছি বুঝেছি ভাব বুঝেছি তোমার,
কষ্ট ক'রে স্পষ্ট ব'লে কাজ নাই আর।
"সরসা হইবে রসা আসিছে বরষা,
খাদ্যদ্রব্য যোজনের যাইবে ভরসা,
যত্ন কর, মধুকর! হও না অলস,
সকল ভাণ্ডার ভর আনি মধুরস।"
এই কথা বলিতেছ সবে অনুক্ষণ,
শুনিয়া শুনিয়া তাই বুঝিনু এখন।

মনোমধুকর ! তবে হও জাগ্রিত ;
আলস্য করো না কর সম্বল সঞ্চিত।
ভাল শিক্ষা পেয়েছিলে শিখাইলে ভাল,
ঘোরতর আঁধার হৃদয়ে হলো আল।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

সপ্তম সর্গ।

আহরি এরূপে তত্ত্ব ঋষি-শিরোমণি,
ভুঞ্জেন বিমল সুখ সব।
বিগত-বিরাগ, পরিশূন্য-মোহ-দ্বেষ ;
অরণ্যে অনন্ত জ্ঞান পাইয়া বিশেষ,
যোগে মগ্ন যথা মহাযোগী ব্যোমকেশ,
বাঞ্ছা করি অভয়-বিভব।

ভক্তি-রসে সিক্ত প্রাণ, মত্ত মন প্রেমে,
গুণ-গানে সম্পৃক্ত রসনা।
আমরি ! কি সুখ দিল বন-নিকেতন ;
মিলে নাই হেন সুখ জনমে কখন ;
অরণ্য ত্যজিয়া নিজ হিরণ্য-ভবন
যেতে আর না হয় বাসনা !

স্থির-চিত্ত,—নিরালস্য,—ভোগ-তৃষা-হীন,
অহর্নিশ মুদ্রিত-লোচন।
একান্তে ভাবেন ব্রহ্ম-পদ্ম-নিরাধার।
ক্ষণেক না ভাবি দশা কি হলো তাহার,
পতি-রত্ন বিনা সুধু হাহাকার সার
গৃহে যার হয়েছে এখন।

মুকুল-মালিনী লতা—কান্তি-প্রসবিনী,
তরু বিনা সাজে কি কখন?
হায়! কি এমন ধন আছে বা নারীর,
পতি বিনা যাতে প্রাণ হতে পারে স্থির?
কাতরা সতত ঘরে ঘরণী যোগীর
বিনা পতি অন্তর-ভূষণ।

হতাশে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীর সমাজে
গণেন রূপসী অন্তকাল।
আলু থালু হইয়াছে চাঁচর কুন্তল;
মলিন কাঞ্চন-কান্তি বদনে নির্ম্মল,—
ঢাকিল সুখের নিধি,—সুধাংশু-মণ্ডল
দারুণ বিষাদ-মেঘ-জাল।

বারীন্দ্র-হৃদয়ে,ক্ষণ লুপ্ত ক্ষণোত্থিত
বারি ঘূর্ণি হয় রে যেমতি;—
তেমতি শোকের বেগ কামিনীর মনে।
সরায়ে কুন্তল, মুছি অশ্রু দুনয়নে,
কহিছে সুন্দরী নিজ প্রিয় সখীগণে
গদ গদ কাতর ভারতী,—

'জনম দুখিনী, সই! অভাগিনী আমি
না হইনু স্বামী-সোহাগিনী!
স্বহস্তে নারীরে পতি পরাণ ভূষণ,
করান চিবুকে ধরি মিষ্টান্ন ভোজন,

আমার কপাল-দোষে হয়েছে এমন,
চিরদিন পতি-কাঙালিনী!

যদি গো কুমারী কালে গোপন করিয়া
খাইতাম গরল, স্বজনি!
তবে কি দহিত মোরে বিরহ নিদয়?
ক্ষণকাল জ্বলি প্রাণ ফুরাত নিশ্চয়।
এ বিষে কেবল পুড়ি,—মরণ না হয়;—
নারী প্রাণে সয় এত ধনি?

জ্বলন্ত পাবকে তপ্ত করিয়া তপনে,
বিধি বুঝি রচিলা বিরহে।
নৈলে কেন হবে এর সন্তাপ এমন?
পতি কিন্তু রমণীর অমৃত রতন;
অমৃতের গুণে তাই না ঘটে মরণ,—
তাই লো বিরহ প্রাণে সহে।

রে বারিদ বর!—স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন রুচি;
তোর গুণে বাঁচে চাতকিনী;
জুড়াস্ মেদিনী জলে; ঢাকিস ভাস্করে;
তুই সে নিবাস্ বহ্নি; না পারে অপরে;
বল্ দেখি মিত্র-ভাবে কি উপায় ক'রে,
শীতল হইবে পাতকিনী?

কিন্তু দুখিনীরে তুই কেন বা চাহিবি,
নিজ পতি বিরূপ যখন।

থাকিলে ব্যথার ব্যথী, তবে কি এমনে,
অভাগী কাঁদিত সদা ? সজল নয়নে
জানাতো বেদনা তোরে ? সাধিত সঘনে
জুড়াতে সন্তাপ-হুতাশন ?

সখি রে ! বৎসর পরে আসিবেন গেহে
বলেছেন প্রাণেশ তখন,
এখনো কি হয় নাই পূর্ণ সম্বৎসর ?
কবে আসিবেন, সখি ! বল গো সত্বর,
মানস-সরসী-হংস,—সুখ-তরুবর,—
আমার সে নয়ন-অঞ্জন ?

এই না সে কাল, যবে, মনে পড়ে, সখি !
যে পথে গেলেন কান্ত চ'লে,
নিরখি সে পথে সৌধ-উপরে যাইয়া ;
অই নব পাতা গুলি দুলিয়া দুলিয়া,
সান্ত্বনা করিল যেন দুখিনী জানিয়া,
'কাঁদিও না, কাঁদিও না' বলে ?

সখি রে ! বনের তরু,—কি জানে বেদনা,
তার প্রাণে দয়ার সঞ্চার !
পাষাণ ত নয়, সেই ! মাংসের গঠন ;
তবু পতি এতই নিষ্ঠুর কি কারণ ?
এই অবিশ্রাম অশ্রু হতেছে বর্ষণ,
এতেও কি দয়া নাই তাঁর ?

আনিতে সে মোর চিত্ত-চকোর চাঁদেরে,
সাধিনু কতই মন্ত্রিবরে।
আশা-বাক্যে তুষ্ট করি আমার শ্রবণ,
সখি! নারী পেয়ে মোরে ভুলালে সে জন।
বল গো সকলে তোরা কি করি এখন,
কিরূপে পাইব প্রাণেশ্বরে" ?

সুচিন্তা নামেতে সখী,—বুদ্ধির প্রতিমা,
সদুপায় কহেন ভাবিয়া,—
'কি কারণে, রাজলক্ষ্মীশ্বরি! খেদ কর?
অচিরে নৃমণি পাবে, মম যুক্তি ধর;—
মন্মথ রতির পূজা কর গো সত্বর;
তাঁরা ভূপে দিবেন আনিয়া।

শুনেছি পুরাণে, করিলেন মহাতপ
শৈলেন্দ্র-শিখরে শূলপাণি।
অন্তর বাহিরে যাঁর হলাহল-খনি;
ভূষণ ভালেতে যাঁর অনল আপনি,
ভোলালে সে ভোলা-নাথে হেলাতে স্বজনি!
রতি-পতি ফুলবাণ হানি।

কি করে অনলে, দেখ—কি করে গরলে,
যে করে মদন-ফুলবাণে
অন্তর্দ্ধান করে ধ্যান হইয়া ফাঁফর;
কি পশু পতঙ্গ, সই! কি নর কিন্নর;

কি দেব দানব, ইথে সবে জ্বর জ্বর,
এ বাণ না সহে কারো প্রাণে।

তুষিলে পূজাতে, শশিমুখি! রতি-কান্তে,
পাবে কান্ত চিন্তা কেন তার?
চল গো মালঞ্চে যাই মিলি সখীগণে,
স্বর্ণ-থালা ভরি ফুল তুলি সর্ব্বজনে,
রচিয়া চিকণ মালা পরম যতনে,
আয়োজন করিব পূজার।

আশার অঙ্কুর নব উন্মুখিত এবে
রাজ-মহিষীর চিত্ত-ক্ষেত্রে;
আঁটিয়া কটির বাস, কসিয়া কবরী;
ধরা হতে ধীরে উঠি সখীগণে ধরি,
চলিলেন পুষ্পবনে সঙ্গে সহচরী,
অশ্রুজল মুছিয়া দুনেত্রে।

তুলিলা কুসুম কত রাজেন্দ্র-মহিলা
সখী সঙ্গে কুসুম-কাননে
সরসীতে তুলিলা কমল, কোকনদ।
আমরি! কত যে রাণী হলো গদ গদ
হেরি নলিনীর প্রেম-আলাপ-সম্পদ,—
কাঞ্চন-মরীচি-কান্ত সনে।

কর-পদ্মে পদ্মিনীরে থুইয়া যতনে
কহিলেন খেদে বরাননী,—

'সরোহৃদি-সুশোভিনি, তুই লো সুন্দরি!
যামিনীতে পতি-হারা হও দৃষ্টি করি;
কি পুণ্যে পুনশ্চ, বল, পাও ত্বরাত্বরি
প্রত্যুষেতে কান্ত গুণমণি?

থাক কর-তলে মোর। আজিকে নিশিতে
মন্মথে অর্চ্চিব দিয়া তোরে।
যেমতি তোমারে, রাত্রি-আর্ত্তি সুনয়নি!
এনে দেন উষা তব পতি দিনমণি,
তেমতি সদয়া হ'য়ে পোহালে রজনী
মম পতি এনে দিও মোরে'।

আইলেন শৈত্যশীলা সর্ব্বরী-সুন্দরী,—
বিভূষিতা মাণিক-মালায়।
কুঙ্কুম কস্তূরী, গন্ধ, আনি সখীগণ,
মালা গাঁথি করিলা পূজার আয়োজন,
সানন্দে বসিলা রাণী পাতিয়া আসন,
রতি-পতি তুষিতে পূজায়।

রেখেছিলা কর-পদ্মে যে পদ্ম প্রসূন,
রাজ-রাণী পূজার লাগিয়া;
ক্রমে তার পত্রগুলি শিথিল হইল।
সুখম্বদা নামে সখী হাসিয়া কহিল,—
'দেখলো সরমে বুঝি পদ্মিনী মরিল
কর-কান্তি নয়নে হেরিয়া।'

' সরমে কি হেতু, সখি! কহিলা সুচিন্তা,
' কমলিনী যাইবে মরিয়া ?
ভাগ্যেতে পাইয়া আজি ও কর নির্ম্মল,
কমল হইতে যাহা কেমন কোমল,
আরামে অবশ অতি,—আঁখি ছল ছল,
নিদ্রাবেশে পড়িছে ঢলিয়া।'

কোকিল-আদৃত মৃদু সুস্বরে কহিলা
রাজ-রাণী চক্ষে জল-ধারা,—
' হা সখি! অন্তর মোর পুড়িছে বিরাগে,
এ কৌতুক তোদের ত ভাল তবু লাগে,
করো ব্যঙ্গ, কান্তধনে দেহ আনি আগে,
এখন এ ব্যঙ্গে হই সারা।'

এত বলি কেশপাশে মুছিয়া মৃত্তিকা
পাতিলেন মঙ্গল কলসী।
হৃদি-পদ্মে কর-পদ্ম থুইয়া যতনে,
ভক্তি-ভাবে ভাবি চিত্তে ফুল-শরাসনে,
উদ্দেশে ধ্যানের শেষে যুগল চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিলেন রূপসী।

সুরম্য কান্তার মাঝে খেলেন সানন্দে
রতি সতী সহ রতি-পতি।
পূজিলেন রাজ-রাণী অন্তরে জানিয়া,
অপাঙ্গে প্রিয়ার পানে অনঙ্গ চাহিয়া,

হাসিলেন মৃদু। কান্তে চাহি বিনয়িয়া
মধুস্বরে জিজ্ঞাসে যুবতী,—

'কি ভাব ভাবিয়া চিতে হাসিলে, হে নাথ!
দেহ মোরে স্বরূপ উত্তর।'
সঙ্কুচিত চিত্তে ফুল-ধানুকী কহিলা,—
'বিরাজাঙ্গ নরমণি যোগ আরম্ভিলা,
রত্নপুরে পূজে মোরে রাজেন্দ্র মহিলা,
যোগ ভঙ্গ করিতে সত্বর।'

চকিত চঞ্চল নেত্র,—ম্লান বিম্বাধর,
চমকি কহিলা চন্দ্রাননী,—
'সে কি হে আবার কেন হৃদে শেল হান?
আর কি হে রতি, দেহে থাকিতে পরাণ,
তোমারে যাইতে দিবে যোগী-সন্নিধান
যোগ ভাঙ্গিবারে গুণমণি?

হৃদয় শুকায়, নাথ! কাঁপে অন্তরাত্মা,
নয়নে হেরিলে জটাভার।
রুদ্রাক্ষ-ভূষণ;—ভস্ম মাখা কলেবর,—
কটিতে কৌপীন-পুট; কাঁকে বাঘাম্বর,
সম্মুখে পড়িলে, ওহে ফুল ধনুর্দ্ধর!
রতি কি জীবিত থাকে আর?

মাগে যদি রণ শক্র,—বক্র হ'য়ে দণ্ডী
আসে যদি ভীম দণ্ড ধরি,—

চক্র করি চক্র-পাণি ডাকেন হুঙ্কারে,
যেও হে নির্ভয়ে যেও জিনিতে সবারে,
কিন্তু যোগ ভাঙ্গা সাধ ত্যজ একে বারে
তোমারে নিষেধ এই করি'।

শুনিয়া রতির রাণী দেব রতি-পতি,
কহিলেন পুনঃ মধুস্বরে,—
'কেন, প্রিয়ে! করিতেছ আশঙ্কা এমন?
এ নহে কৈলাস-বাসী যোগী ত্রিলোচন।
তুমি পার তার যোগ করিতে ভঞ্জন,
যদি যাও ধনুর্ব্বাণ ধরে।

শুনি হেন বাণী, কন্দর্পের হৃদি-সুখ-তারা,
সাধিলেন কান্ত-করে ধরি,—
'এই সত্য তবে, নাথ! মোর কাছে কর,
আমার হাতেতে দিবে তব ধনু-শর,
আমি যাব যথা যোগী যোগেতে তৎপর,
অভাগিনী নারীরে পাশরি'।

'হা প্রিয়ে!' কহিলা রতি-প্রেমানন্দ-ধন,
'এ কোন্ বিচিত্র কথা বল?
তুমি ভূপে করিলে বিলাস-সুখ-বশ,
কামের প্রতিষ্ঠা সে ত,—কামের সুযশ;
জগতে ঘুষিবে তব বিক্রম, সাহস,
যাতে মম বদন উজ্জ্বল।

যাও তবে, কান্তি-মতি প্রেয়সী-স্বজনী,
বিবশা যেখানে রাজ-রাণী।
প্রত্যুষে যাইব মোরা যথা তপোধন।
সঙ্গে লয়ে আপনার প্রিয় সখীগণ,
বলিবে সে বনে তাঁরে করিতে গমন;
পতি তাঁর দিব কাছে আনি'’।

আনন্দে রতির সখী, প্রভুর আদেশে,
যাইলেন যথায় সুন্দরী।
সৌরভে অমনি রাণী প্রাণে আমোদিত,
মসৃণ মৃণাল-ভুজ হর্ষে কণ্টকিত,
নিকটের সখীগণ হয়ে চমকিত,
বারম্বার দেখে দৃষ্টি করি।

সুচিন্তা কহিলা,—‘সখি! অভীষ্ট-দেবতা
দেখ আজি প্রসন্না তোমারে।
এই যে রোমাঞ্চে পূর্ণ শরীর তোমার,
রোমাঞ্চ এ নয়,—যত দুষ্কণ্টক ভার;
নিষ্কণ্টক হবে ব'লে কণ্টক এবার
সমূলে উঠিছে একেবারে।

হেন কালে শূন্য-দেশে আচম্বিতে ধনী
দৈব-বাণী শুনেন সুন্দর—
‘যেও কালি প্রভাতে যে বনে তপোধন।
নিহারাস্ত্র করে ভানু মুচেন যেমন,

মুচিবেন তথা তব অশ্রু-বরিষণ,
রতি সহ রতি-প্রাণেশ্বর।'

ঊর্দ্ধে চাহি কর-পুটে কহিলা প্রমদা—
'যে করুণা দেখালে দাসীরে,
নিশি-অবসানে যেন থাকে তা স্মরণ।
বহুদিন পুড়িতেছে এ পাপ জীবন,
ভাসাও না যেন আর সতত এমন
অধিনীরে শোক-অশ্রু-নীরে'।

'ক্ষান্ত হও, রাজ্যেশ্বরি!'—কহিলা সুচিন্তা,
'এ চিন্তা করিছ কেন আর?
কি ভয় তাহার ভবে দেবে তুষ্ট যারে?
এখন স্বচ্ছন্দে চল শয়ন-আগারে;
প্রভাতে সকলে যাব অরণ্য-মাঝারে,
পতি-ধনে আনিতে তোমার'।

মণির মন্দিরে গেল যতেক রমণী,—
গৌণ-গতি-গজেন্দ্র-গঞ্জনা।
কাঞ্চন-পল্যঙ্কে রাণী করিলা শয়ন,
মোরছল ঢুলাইছে সহচরীগণ,
তথাপি না হেরি নেত্রে নিদ্রা-আগমন,
কহিলেন দুঃখে সুবদনা,—

'অয়ি নিদ্রে,—পরিশ্রান্ত-তনু-সঞ্জীবনী,—
অনাহূত অতিথি শ্রমীর !
এ ভাগ্যে বিরাম-তৃপ্তি ঘটিবে কি আর ?
পাবে কি নয়ন-পদ্ম চরণ তোমার ?
কমল মুদ্রিত কিগো হবে পুনর্ব্বার
সমাগম হইলে নিশির ?

তব কাছে সদা নত দুর্জ্জয় যে বীর,—
নত ঘোর নির্দ্দয় কেশরী ;
কিন্তু যে হৃদয় দহে উদ্বেগ বহ্নিতে,
এত কি দুর্ব্বলা তুমি তাহারে দমিতে ?
ক্ষণ-মৃত্যু-সঞ্চারিণি,—আদর-লজ্জিতে,
অয়ি দেবি সুখদা সুন্দরি !

এরূপে বিলাপি কত, বায়স-বিরামে
মুদিলা নয়ন সুনয়না।
নিদ্রাভোগ জন্য যত্ন করে সখী-দলে ;
হেন কালে হরিণাঙ্ক অস্তগিরি চলে ;
রাজ-মহিষীর কাণে কাণে কুতূহলে,
কহিছেন সখী সুলোচনা,—

'লাজে পাছে পূর্ণ-ইন্দু না হয় উদয়,
হেরে তব সহাস্য বয়ান,
নিদ্রাচ্ছলে গুপ্ত থাকি সমস্ত যামিনী,

ভাল ক'রে ছিলে,—তুমি শশী-সন্তোষিণী,
এখনো কি জন্য আর নিদ্রা-বিলাসিনী?
হয়েছে আরম্ভ দিনমান।

খেদিল চকোরে,—হরে নিল তারা-কান্তি,—
এ গরব করিবে তপন।
তবে যদি কৃপা কর এ তব দাসীরে,
নারিবে করিতে দর্প ভানু আর ফিরে;—
আলস্য-মোক্ষণ-চ্ছলে মেল নেত্র ধীরে,—
হাসি-ছলে নির্ম্মল দশন'।

উঠিলেন শয্যা ত্যজি চকোর-নয়নী,—
পতির আশায় আনন্দিত।
মন্মথ-আদেশ মত যাইবেন বন,
সখীগণ মেলি তার করে আয়োজন,
লোক মুখে তত্ত্ব পেয়ে অমাত্য-রতন,
রাণীর মন্দিরে উপনীত।

'সে কি গো মা!'—কহিলেন রাজেন্দ্র-সচিব,—
'তুমি বনে যাইবে কেমনে?
রাজ-কুল-বধূ তুমি,—রাজার কুমারী;
সখী সঙ্গে বনে গেলে লজ্জা হবে ভারী;
গৃহে থাক, এই তব ভৃত্য আজ্ঞাকারী
এনে দিবে নৃপতি-ভূষণে।'

'মন্মথ-আদেশে,' উত্তরিলা সুখম্বদা,
'যাব মোরা ভূপতি-সন্ধানে।
মিছা বাধা কেন আর দেহ, মন্ত্রিবর!
তবে যদি নৃপতির মান রক্ষা কর,
রথ সাজাইয়া লয়ে চল ত্বরাপর,
আমাদের নৃপতি যেথানে'।

এত শুনি সারথিরে কহিলেন ডাকি
রথ-সজ্জা করিতে সত্বর।
আনিল সারথি রথ সাজায়ে ত্বরিত।
উঠিলেন রাণী তাহে সখীর সহিত।
গজ বাজি লোক সঙ্গে লয়ে অগণিত
উপনীত বনে মন্ত্রিবর।

আশ্রম হইতে দূরে,—তমাল গহনে
বিরচিয়া বিচিত্র শিবির,
থুইলা রাণীরে সঙ্গে দিয়া সহচরী।
বিচরে প্রহরী দূরে অস্ত্র শস্ত্র ধরি।
আপন বিশ্রাম গেহ সন্নিকটে করি
থাকিলেন অমাত্য সুধীর।

তপোবন হেরি রাণী, তিতি নেত্র-নীরে,
কহিলেন সহচরী-দলে,—
'এই কি সে বন, সখি! এথা যে রোপিল

মম সুখ-তরু? যত্ন করি লুকাইল
মনোনিধি চোরে মোর? ঘুচাইল
রাজ-ভোগ সম্মোহন-বলে?

চল যাই সবে মেলি কুটির নিকটে,
কাঁদিব ভূপের পায় ধরি।
শুনিনু আকাশ-বাণী আসিয়া মন্মথ,
পূরিবেন প্রত্যূষে দাসীর মনোরথ;
কিন্তু কই বল অরণ্যেতে দেব-রথ?—
কই রতি-নাথ? সহচরি!'

প্রবোধি রাণীরে কত কহিলা সুচিন্তা,—
'এতই ব্যাকুল কেন বল?
দৈব-বাণী কভু, সখি! মিথ্যা নাহি হয়।
আসিবেন রতি-কান্ত, কহিনু নিশ্চয়।
সম্প্রতি বিপিনে পশি নব শোভাময়—
বনের বিভব হেরি চল।'

ভুলাতে রাণীর মন, কান্তার-মাঝারে,
সখীগণ লয়ে যায় সঙ্গে।
কোথাও দেখেন নানা কুসুম সুন্দর,
কোথাও সুপক্ক ফল অতি মনোহর,
কোন খানে বিহঙ্গম শাখার উপর,
গাইতেছে গান মনোরঙ্গে।

ডোবে যে কুসুম-রাজি অগাধ সলিলে,
পাষাণ ভরেতে ভারী হ'য়ে ;
ভাসে কি সে সলিল উপরে কভু আর,
প্রকাশি প্রফুল্ল দল থাকিতে সে ভার ;
মগ্ন রাণী দুখে শোক-ভরে। সখী তাঁর
তুষে তবু প্রিয়-বাক্য কয়ে।

কত ক্ষণে মৃগ-শিশু, দল বাঁধি কত,
এলো তথা ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
সখী মেলি রাজরাণী আনন্দিত প্রাণে,
কোলে নিতে ধাইলেন হরিণ-সন্তানে,
সভয়ে শরভ, নারীদের শত্রু জ্ঞানে
মাতৃ-পাশে গেল পলাইয়া।

' রাণী-কণ্ঠ-ধ্বনি শুনি,—কহিলা সুচিন্তা,—
'এসেছিল মৃগশিশুগণে।
হরিণ সুতান-প্রিয় বিদিত সংসার ;
ও সুর হইতে কিন্তু মিষ্ট কিবা আর ?
কত বা মধুর দূর মুরলী উষার
সুনিপুণ গায়ক বদনে ?

আস্য-শোভা এক দৃষ্টে, শারঙ্গ সুন্দর,
কতক্ষণ হেরি সাধ পূরি ;
এই চিন্তা সকলে করিল মনে মনে,

এমন রূপের নিধি না হেরি নয়নে,
এ কি সেই ইন্দু নাকি যে ইন্দু গগনে
ধরে স্নিগ্ধ মাসিক মাধুরী।

না হেরি হরিণ কিন্তু ও বদন চাঁদে,—
দেখে আঁখি মৃগের যেমনি ;
এই শঙ্কা অন্তরে করিল মৃগগণ,
যতনে হরিণ বুঝি করিয়া পালন,
শেষে তার নেত্র তুলে করেছে ধারণ,—
মৃগ-নেত্র-হরা বরাননী।

হৃদয়ে আতঙ্ক পেয়ে, তাই গো স্বজনি!
পলাইল শারঙ্গ শাবক।
এরূপে কৌতুকে আছে যত সখীগণ ;
এ হেন সময়ে সবে করে দরশন,
ফুল-রথ শূন্য-পথে আইল সে বন,
দীপ্তিমান যেমন পাবক।

বিমান হইতে শুনিলেন দৈব বাণী
পতি-ধ্যান-ধারিণী ললনা,—
'থাক এথা, রাজ-রাণি! আনিব ভূপতি ;
আইলাম আমি কাম। হরিষেতে অতি
কহিলেন রাণী,—'সত্য স্বজনি সুমতি!
দৈব বাণী না হয় ছলনা।

এত বলি আশা-তৃষা-আকুল অন্তরে
আশা-পথে থাকিলেন ধনী।
দুঃখের সর্ব্বরী, হায়! পোহাবে কখন!
মুছিয়া নলিনী শোক অশ্রু বরিষণ,
মধুর হাস্যেতে আলো করিয়া ভুবন,
ভেটিবে প্রিয়ারে দিনমণি?

——:o:——

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

অষ্টম সর্গ।

রথ আরোহণ করিয়া মদন,
পতিনী সহিত এলেন কানন।
নত করি শির তরু লতা সব,
ভেট দিল আনি কুসুম বিভব,
মধুকণ্ঠ করে মধুর স্বর।
শশিমুখে হাসি কান্ত আছে বসি,
কহিলেন রতি পরমা রূপসী,—
"এই তপোবন" অই যোগাশ্রম;
যোগভঙ্গ করে প্রকাশি বিক্রম,
দাও হে দাসীরে ধনুক শর।
হই না কামিনী, হই না সরলা;
কামের বনিতা,—নই ত দুর্ব্বলা।
জানি ত টঙ্কার,— শরের প্রহার,
নাহি কি বিক্রম, ভুজেতে আমার?—
নারী বলে মোর রণে কি ভীতি?
কিসের অখ্যাতি,— কে করে ঘোষণা?
বীরত্ব দেখাতে কিসের গঞ্জনা?
হই না রমণী, কিসের বা ক্ষতি?
সতীর সম্মান রক্ষিবে ত সতী;—
এই ত সুকৃতি এই ত নীতি;

বাঁধিয়া কর্ণিকা,—বাধিয়া কুণ্ডল ;
ঘূরায়ে লোচন,— বদন মণ্ডল ;
কাঞ্চিসহ শাটী-অঞ্চল সাপটি,
ঝাপটি শরীর আঁটিলেন কটি ;
আলুয়ে পড়িছে পৃষ্ঠেতে চিকুর ;
কসিয়া কবরী, কসিয়া নূপুর,
শূর দর্পভরে প্রসারিয়া কর,
কহিলেন-কই ? দাও ধনুঃশর,
দেখি সে কেমন যোগীর যোগ।

ঘোরাব ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব উত্তোলিব ;
শশি-তুণ্ড তুলে সূর্য্যমুণ্ডে দিব ;
আসুক না ভীষ্ম,— আসুক না শুক,—
রতির নিকটে দেখিবে কৌতুক।
যোগী ঊর্দ্ধরেতা,—যতি ব্রহ্মচারী,—
আসুক্ বুঝিব বিক্রম সবারি,
ধনুকে ও শর করিয়া যোগ।

হাসিয়া কহেন দেব রতি-পতি,—
“ একান্ত কি তবে, যাবে তুমি, সতি ?
ধর এই ধনু,—ধর এই শর,—
যোগি-হৃদি ইথে বিধ দৃঢ়তর ;
বুঝিব তাহার প্রভাব কত।

এত বলি কাম দিল শর দাম,—
দিল ফুল-ধনু চিত্রিত স্বনাম।

বিদায় লইলা রতি রূপবতী,
ভক্তি-ভাবে অতি প্রণমিয়া পতি
করিয়া চরণে মস্তক নত;
সুধাধরাননা,—অখণ্ড-যৌবনা,
ধনু ধরি রতি কোপেতে মগনা।
থরে থরে ডালে ধরিল মুকুল,
ভ্রমর- অধর গুমরে আকুল,
ফুকরে উঠিল কোকিল গণে।
মলয়া পবন বহিল সঘন,
যোগী কাছে রতি করিল গমন;
মেদিনী দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল,
ভীমরথি মতি কাঁপিতে লাগিল,
ব্যসন হইল শিশুর মনে।
যোগি সন্নিধানে সরোষ বয়ানে,
কন্দর্প ভামিনী, দর্প অভিমানে,
গর্জ্জিয়া বিকট,—তর্জ্জিয়া সঘন,
ঘোর স্পর্দ্ধা স্বরে,—করিছে ভর্ৎসন,—
" তুমি নাকি সাধু,—যোগীন্দ্র গম্ভীর,
অচল অটল,—যোগেতে সুধীর?
এতটা কিসের গর্ব্ব অহঙ্কার?
মম অগ্রে স্থির রহে শক্তি কার?
মদন প্রতাপ ভুলেছ নাকি?
শরীর-নির্ম্মাণ-তুচ্ছ উপাদান,—
মাংস ও শোণিত,—নয় ত পাষাণ?

ফুল-বাণাঘাত তুমি ত সয়েছ ;
সে শর কাটিতে কি অস্ত্র ধরেছ ?
কি বল পেয়েছ যোগেতে থাকি ?
এখনো সকলে জ্বলিছে গরলে ;
এখনো ইন্ধন পুড়িছে অনলে ;
এখনো বহিছে মলয়া পবন,—
বেঁচে আছে অলি,—কোকিল গায়ন,—
মরিয়া মদন পেয়েছে প্রাণ।
নারীর তরল কটাক্ষ-গরল,—
কে পারে সহিতে ফুল বাণানল ?
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু শশাঙ্ক-শেখর,
ফুল বাণ ঘায় তাঁরাও কাতর ;
তুমি কি এতই পেয়েছ জ্ঞান ?
কিসে স্থির হবে, কিসে ভ্রম রবে,
ডাকিলে কোকিল— মধুকর সবে ?
বহিলে মারুত সৌরভ সুরস ;
হিল্লোলে তোমারে করিবে অবশ ;
দেখিব স্ববশে কিরূপে থাক।
করি হেন দাপ, টঙ্কারিয়া চাপ,
হানে ফুল বাণ যেন কালসাপ।
অমনি মুঞ্জরি উঠিল কানন,
অমনি গুঞ্জরি ডাকে অলিগণ,
ভুবনে অমনি লাগিল তাক।
কি নিকট দূর,—কিবা সুরাসুর,—
শিশু, নপুংসক, জ্বরিত-আতুর,

কিবা জলে, স্থলে, গগন-মণ্ডলে—
আপনার তত্ত্ব ভুলেছে সকলে,
এমনি কুসুম-শরের বল।

পাতা সর সর,—ফুল ঝর ঝর,—
খসিয়া পড়িছে অবশ-অন্তর।
নত হলো যত তরু-লতা-শির,
সকলি শিথিল,—সকলি অধীর,—
থম্ থম্ করে জলধি-জল।

আঁখি ছল ছল,—চিত সচঞ্চল,—
ললাট নাসাতে স্বেদ বিন্দু জল;
সঘন জৃম্ভন,—কম্পিত জঘন,
শুষ্ক কণ্ঠ তালু,—নীরস বদন,
স্ফুরিত না হয় জড়িত—বাণী।

সবে ভাবে,—হায়! একি ঘোর দায়;
ছিলাম যে কাজে, মন নাহি যায়;
সতীর যে পতি,—পতির যে সতী,
কাছে কেহ নাই,—দূরে সব অতি,
কেন যে এ ভাব কিছু না জানি!

রাহু-গ্রস্ত প্রায় ভানু পীত-কায়,
প্রখর কিরণ কোথা পাবে তায়?
ক্ষণেক কম্পিত,—ক্ষণেক স্তম্ভিত,—
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিমানে কিঞ্চিত,
মোহিত হইয়া দাঁড়ায়ে রয়!

কেবা কি শুনিবে,—কে বা কি দেখিবে,—
মরমের কথা কেবা কি কহিবে;—
কেবা শত্রু মিত্র সকলি সমান;
অদ্ভুত সুষম-কুসুমেষু বাণ,
চমক লাগালে ভুবনময়!

পুনশ্চ টঙ্কারি রতি কুসুম কার্ম্মুক,
হানিল সবলে ফুল-বাণ।
অমনি সুবর্ণ হর্ম্ম্য হলো আচম্বিত,
মঞ্জুল-মালঞ্চ তার চৌদিকে শোভিত,
নন্দনে কি শোভা ধরে? পরাণ মোহিত,—
ধন্য নেত্র হেরি সে উদ্যান।

সুবাস-কুসুম-রাশি ফুটিতেছে কত,—
অমৃতের ভাণ্ডার সমান!
গন্ধামোদে পূর্ণ বন। অলির গুঞ্জর
কেন না হইবে আর তথা নিরন্তর?
মধু-প্রিয় মিত্র-ধনে রাখি হৃদি-পর,
করেন কুসুম-সুধা দান।

উল্লাসে মন্দিরে ফিরিতেছে কত বালা,—
মধুর লাবণ্য-অধীশ্বরী।
তাদের কি অঙ্গে হেম, হীরা শোভা পায়?
করেছে জগত আলো রূপের ছটায়!
তবু আভরণ কণ্ঠে, শ্রবণে, সীঁতায়,
পরেছে কতই সাধ করি।

বাজিছে সুতানে বীণা, মন্দিরা, মুরলী,—
করিছে অমৃত বরিষণ।
নাচে কোন ধনী সুখে,—কোন ধনী গায়,—
কোকিল চাতক আদি ভুলেছে যাহায়;
পঙ্কজ ভেবেছে যেন এই ছলে পায়,—
লজ্জাতে লোটায় অলিগণ।

কোন ধনী সখী সঙ্গে ফিরিছে উদ্যানে,—
তুলিছে কুসুম রাশি রাশি।
কোন ধনী গাঁথি মালা পরে থরে থরে;
কেহ বা তাম্বুল খায় পল্যঙ্ক উপরে,
কেহ উপাদেয় দ্রব্যে স্বর্ণ-থালা ভ'রে,
কহিছে যোগীরে হাসি হাসি,—

'বারেক কটাক্ষ কর, দয়ার নিদান!
পাপেতে অশুচি মোর চিত।
কৃপা-নেত্রে যদি তুমি চাও একবার,
ভস্ম-রাশি হবে যত কলুষ আমার।
কে জানে তোমার বল,—এ ভবে দুর্ব্বার;—
তব গুণে পিযূষ সঞ্চিত'।

হাসিয়া কহেন যোগী,—যোগেতে অটল,—
'এ মায়া দেখাস্ কারে রতি?
হায়! কি সাহসে তুই এলি এই খানে?

কিঞ্চিত কি ডর তোর না হয় পরাণে ?
ভুলেছিস্ একেবারে, বুঝি অনুমানে,
যোগ-বল যোগীর শকতি।

করিলা পতিরে তোর, দেব পশুপতি,
ভস্ম-রাশি হিমাদ্রি শিখরে ;
পড়ে নাকি মনে, ধনি ! সে দিন এখন,
করে ল'য়ে ফুলবাণ,—ফুল শরাসন,
দর্প করি গিয়াছিল কন্দর্প যখন,
যোগ ভঙ্গ করিবার তরে ?

কেঁদেছিলি যবে বনে বনে, শৈল শিরে,—
সে দিন পড়ে না বুঝি মনে ?
সেধেছিলি দেবগণে অশেষ করিয়া,
আর বুঝি নাহি এবে দেখিস্ ভাবিয়া,
মন খেদে যবে, ধনি ! চিতে সাজাইয়া,
গিয়াছিলি নাশিতে জীবনে ?

অথবা মন্মথে দিতে বিচ্ছেদের শোধ,
অভিমানে আইলি এথায় ?
সামান্যে কে দেয় কর ভুজগ বদনে ?
বুঝিনু মরমে ব্যথা পেয়েছ ললনে।
ঘুচাব বেদনা তব আনন্দিত মনে,
এই দণ্ডে দণ্ডিয়া তোমায়।

নিতান্ত অবোধ তুমি, তরল নয়নে!
হেন মায়া তাই প্রকাশিলে।
কি জন্য অবশ চিত্ত হইব, সুন্দরি?
গাইলে কোকিল, মধুকর, মধুকরী?
ফুল বাসে নিজ অঙ্গ সুবাসিত করি,
সুসেবন সমীর বহিলে।

কত যে আনন্দে থাকি, কি জানিবে তুমি?—
কি জানিবে প্রেমশূন্য লোক?
ঋতুরাজ বনরাজি সাজান যখন,
অমূল কুসুম-রত্ন পরে তরুগণ;
জগত পতির কীর্ত্তি করি দরশন,
ভুলে যাই সংসারের শোক।

হেরিলে পল্লব নব অশ্বথ-শাখায়,
জান না সে করে সম্ভাষণ?
হস্তাচ্ছানি দিয়া মোরে ডাকিয়া আদরে,
বলে,—" ভুলনারে যেন সে সত্য সুন্দরে।
তিনি গতি,—তিনি ভেলা সংসার-সাগরে,—
তিনি তব শান্তি-নিকেতন।"

বিচিত্র বিহগ-কুল বসি তরু-ডালে,
বলে,—"কেন রয়েছ নীরবে?
জনমের ফল লাভ কর অনুক্ষণ,

কর রে জগত-পতি মহিমা কীর্ত্তন,
কর প্রাণ সুশীতল,—পাতক মোচন ;—
বাঁধ সেতু ভীম ভবার্ণবে ”।

গন্ধ লয়ে কাণে কাণে, যত্ন করি কত,
কহেন আমারে সমীরণ,—
“ ফুলের অমৃত ধন বিতরে জগতে,
প্রফুল্ল সকলে আমি করি যেই মতে,
তেমনি প্রফুল্ল তুমি কর রে ভকতে,
বিভু গুণ করিয়া কীর্ত্তন। ”

এই ত বিকার মম,—এই ত বিভাব,—
আইলে বসন্ত ভব তলে।
বুঝিনু তোমার বল। থাকি সাবধানে
বুঝ এবে ভুজ বল মম, বাঁচ প্রাণে
যদি। বিন্ধিলাম তব তনু কাল বাণে,—
অব্যাহত এ মহীমণ্ডলে।

ধন্য ধন্বী যোগী! কেবা তাঁর সন্নিধানে
যাইতে ভরসা করে মনে।
হানিল করাল কালশর খরতর ;
উত্তাল তরঙ্গমালা খেলিল প্রখর,
ছিল যথা তুঙ্গ শৃঙ্গধারী গিরিবর,
প্রভেদ করিয়া মেঘগণে।

মায়ার মন্দির রতি হেরিল সম্মুখে,
খসিয়া পড়িছে ভূমিতলে।
ছিন্নতরুরাজি,—ছিন্ন ভিন্ন লতাগণ।
মায়ার বনিতা দল বিরস এখন,
কপালে হানিছে কর,—করিছে রোদন,
ভাসায়ে ধরণী নেত্র জলে!

যৌবন-পঙ্কজ-বনে, বার্দ্ধক্য মাতঙ্গ
পশি রোষে দলিল কমলে;—
শ্লথ অঙ্গ চর্ম্ম,—ভাসে নয়ন তরল
গহ্বর ভিতরে; ঝরিতেছে তাহে জল,
পরিপূর্ণ হৃষিকায়। মণ্ডিত কুন্তল
এখন রজত-পরতলে।

ছাড়িয়া গভীর শ্বাস হতাশ হইয়া,
বিষাদে অঙ্গনাগণ কহে,—
'হায় যতনের নিধি সাধের যৌবন,
কে জানে চরম তার এমন ভীষণ?
জানিতাম রবে রূপ যাবত জীবন,—
এ লাবণ্য ঘুচিবার নহে'।

মন-খেদে বিলাপ করিয়া নারীগণ,
হেট-শিরে বসিল সকলে।
তপস্যাতে রত, ধরি তপস্বিনী-বেশ।

কেহ ধরে জটাজূট,—কেহ কাটে কেশ;
হরি-নামে অলঙ্কৃত ঊর্দ্ধ্ব অঙ্গ-দেশ,—
পরম পবিত্র কণ্ঠী গলে।

এরূপ ব্যাপারে রতি লজ্জিতা হইয়া,
রথ লয়ে পলাইয়া যায়।
লজ্জাভরে যেই দিকে করে পলায়ন,
সেই দিকে দেখে ক্ষেত্র অতি বিভীষণ,—
ছিন্নমুণ্ডা, ছিন্নদেহা, যত নারীগণ,
শয্যা ত্যজি পতিত ধূলায়।

বিগলিত দেহে কিল্ কিল্ করে কীট,—
দুর্গন্ধে বাহির হয় নাড়ী।
শকুনী, গৃধিনী, শিবা, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া,
খাইছে সে মাংস-রাশি উদর-পূরিয়া,
কেহ বা শাবক-মুখে দেয় উগারিয়া,
কেহ কেহ করে কাড়াকাড়ি।

মরমে সরম বড় পাইয়া সুন্দরী,
আইলেন কন্দর্প যেখানে।
পতিরে কহিলা সব অতি লজ্জাভরে .
উঠিলেন মীনধ্বজ ঘোর ক্রোধ ক'রে,—
কাঁপিয়া উঠিল ক্ষিতি থর থর থরে;
ত্রাস সবে পাইল পরাণে।

বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার।

—:০:—

নবম সর্গ।

রতি-পরাভবে ভব-মথন মদন,
কোপ-মূর্ত্তি ধরিল অদ্ভুত,—
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন কোকিল ভ্রমর ;
ফুটিল লোহিত-নেত্রে কমল-নিকর,
নিশ্বাসে বহিল যেন মলয়া মারুত।

ধনুঃশর লয়ে, প্রসারিয়া ভুজ লতা,
কহিলেন,—'এই সে ধনুক,
সেই তূণ এই,—এই সেই পঞ্চবাণ,—
পোড়ে নাই কিছু,—সব আছে বর্ত্তমান ;
তবে কেন যোগীবর ফুলাইছে বুক ?

এনেছে মন্মথ সেই সংসারে আবার,
কাঁপাইল যেই ত্রিলোচনে।
করিল অমর নাথে বিকৃত আকার ;
ভুলাইল গুরু ভয় প্রভাব যাহার,
সর্ব্বরীর শিরোরত্ন কুমুদ-রঞ্জনে।

যাবত না করি যোগ ধনুর্গুণে বাণ,
তাবত যোগীর যোগ রয়।

কীট হতে ব্রহ্মাবধি এ বাণ বাথানে,
ইহার প্রতাপ কত সে কি নাহি জানে,
শোণিত-লহরী যার শরীরেতে বয় ?

জানে না গুঁড়াব বজ্র,—পাহাড় ফাটাব,—
গ্রহ তারা ছুড়ে দিব দূরে।
এক বাণে না নাচাব যদি চরাচর,
বৃথা তবে কাম নাম,—বৃথা ধরি শর।
এত গর্ব্ব, এত দর্প, করে বুক পূরে ?

অনঙ্গ জানিয়া বুঝি এত হেলা তাই ?
এত হেলা ফুলবাণ ব'লে ?
জানে না কি আছে এই ফুলের তূণীরে ?
আসুক্ যে পারে আজ রাখিতে ঋষিরে।
প্রতিজ্ঞা,—প্রতিজ্ঞা মোর দেখুক সকলে।'

দূরে থাকি মন্ত্রী অতনুর গর্ব্ব শুনি,
ভাবিলেন,—'কি জানি মদন
যোগ ভঙ্গ করে পাছে ; লাজে নৃপবর
না যাবেন গেহ। স্তবে তবে ত্বরাপর
তুষি গিয়া রতি-সতী-মানস-মোহন।

যখন মৃণাল-ভুজে হানিলেন শর,—
যৌবন-ইন্ধন-সন্দীপন—

অনঙ্গ-মোহিনী রোষে ; বুঝিনু তখনি
যোগীন্দ্রের মন ’। এত ভাবি মন্ত্রিমণি
কহিলেন কর-যোড়ে যে খানে মদন,—

‘ নমিছে শ্রীপাদ-পদ্মে ও পদ-কিঙ্কর,—
সাম্রাজ্যের সচিব রাজার।
লভিতে কৃপায় তব প্রিয় পতিধনে,
তোমার আজ্ঞায় রাণী এসেছেন বনে,
এসেছি সঙ্গেতে আমি অনুচর তাঁর।

গেলেন যে কালে সতী,—ভুবন-মোহিনী,—
যোগীন্দ্রের যোগ ভাঙ্গিবারে ;
হয়েছে যোগীর মন কম্পিত তখন।
হেন সাজে আর, দেব ! কোন প্রয়োজন ?
তব সন্ধানের শর সহিতে কে পারে ?

টলে গিরি, অচল, অটল ; কাঁপে সিন্ধু
তর তর করে তরুবর ;
হা দেব ! জীবেতে ধরে ধৈরজ কি রূপে,
নির্জ্জীব যখন মগ্ন প্রেম-রস-কূপে
তব শরাসন-গুণে জুড়িলে ও শর ?

দেহ আজ্ঞা, নাথ ! আজ্ঞাধীন দাসে তব,
নৃপতিরে লয়ে যেতে দেশ।

রাজ-অন্নে পালিত,—রাজার প্রেমাধীন ;
রাজ-দ্বারে বাঁধা আমি আছি চির দিন
ভৃত্যের মিনতি ভূপ শুনেন বিশেষ।'

'রে অমাত্য-নিধি!'—উত্তরিলা রতি-নাথ,—
'তুষ্ট হৈনু স্তব শুনি তোর ;—
সম্বরিনু কোপ। যাই তবে নিজ স্থান ;
যাহ তুমি সত্বরে যোগীর সন্নিধান ;
তুষ রাজ-বধূ দিয়া সে স্বামী কঠোর।

শূন্য-দেশে দৈব-বাণী শুনিল সকলে,—
'ভেব না অন্তরে রাজ-রাণি!
এখনি হইবে তব বিষাদ মোচন ;
গিয়াছেন যোগি-কাছে অমাত্য-রতন
এখনি দিবেন তব পতি ধনে আনি।'

স্বস্থানে গেলেন রতি-পতি ; চলিলেন
রতি সঙ্গে লয়ে প্রিয়সখী
কুটিরাভিমুখে চলিলেন মন্ত্রিবর।
আহ্লাদে প্রফুল্ল-প্রাণ উথলে অন্তর
যোগীর প্রসন্ন-মূর্ত্তি দূরেতে নিরখি,—

নির্ম্মদ বদন-ভাব, পুঙ্গম পুণ্যাত্মা ;
তেজঃ-পুঞ্জে নিষ্করে ভাস্কর।

হৃদি-যুক্ত-যুগ্মকর ; মুদ্রিত লোচন ;
দ্রুমাঙ্গ-বিচ্যুত ধূম্র বল্কল পিন্ধন,
জটাজূটধারী,—যথা ধূর্জ্জটী শঙ্কর।

কাছে আসি মৃদুভাসে সমাদর করি
কহিলেন অমাত্য সুমতি,—
'প্রণমে, রাজর্ষি! তব দাস ত্রাসভরে।
অপরাধী সদা পদে ; কিন্তু কৃপা ক'রে
করুণা-কটাক্ষ দান কর দাস প্রতি।

নয়ন উন্মীলি যোগী দেখেন সম্মুখে,
শান্তি-সেতু প্রিয় মন্ত্রিধনে।
প্রেমাশ্রু উদ্গত নেত্র, আহ্লাদে গমন,
প্রসারিয়া বাহুদ্বয় দিয়া আলিঙ্গন,
কহিলেন গদ গদ মধুর বচনে,—

'হায় রে! অভাজনের এত কি সুকৃতি,
হাতে মণি এনে দেন বিধি!
এস অন্ধ নয়নের তারা ধন মোর ;
আঁধার চিত্তের শশী,—সুজ্ঞান-কিশোর ;
মোক্ষ-পক্ষ-নেতা, মম যতনের নিধি!

তুমি দেখাইলে পথ, তাই এ মানস
বিচরিছে আনন্দ আলয়ে।

কিংশুকে ত ভুলে ছিলো এ চিত্ত ভ্রমর ;
তুমি দেখাইয়া দিলে কমল সুন্দর।
পড়েছিল হ্রদে, কূলে তুমি এলে লয়ে।

এ প্রাণ-কুমুদ-তুহিনাংশু সখা তুমি,
তুষ তারে কুশল-সংবাদে।
ভাল ছিলে ত হে মিত্র ?—আছেন ত ভাল
জননী আমার ? বল দেখি এত কাল
বঞ্চিলা প্রেয়সী মম কিরূপ বিষাদে ?'

'হে নৃপতি'!—উত্তরিলা মন্ত্রি-শিরোমণি,—
'সতত সরযূ কূলে বসি,
কাঁদিলা কৌশল্যা রাণী ব্যাকুলা যেমনি,
কাঁদেন তেমনি শোকে দিবস রজনী,
তব মাতা, না হেরিয়া তব মুখ শশী।

বিরসে কালিন্দী-তট-বিপিন ভিতরে,
ব্রজবালা শোচিলা যেমন,
করিলে গোকুল-চন্দ্র আঁধার গোকুল ;
বিলাপেন তথা, অশ্রু ধারায় আকুল,
তোমার বিরহে রাজ-রাণী অনুক্ষণ।

নাহি রুচি অন্ন জলে। শোকে হীন-দশা,—
হিমানি প্রভাবে যেন লতা।

জন্ম অভাগিনী আহা! সতত দুঃখিতা;
শয্যা ত্যজি নিরাসনে ধূলি ধূসরিতা,—
তরুচ্যুত সে ম্লান ব্রততী ভূমে যথা।

অর্চ্চিলেন রতি কান্তে, তাই সে মন্মথ,
রতি সহ এলেন এ বনে।
এসেছেন দেবাদেশে এথা রাজ-রাণী।
এনেছি সঙ্গেতে তাঁর অসংখ্য সেনানী,
মহোৎসবে লয়ে যেতে তোমারে ভবনে।

যে বাঞ্ছা করিয়া তুমি হলে বনচারী,
পূর্ণ এবে সে বাসনা তব।
সাধনা তোমার ধন্য। রাখিলে সুযশ
রাজবংশে, রাজ বংশধর! দিক দশ
করিবে ধ্বনিত, প্রভু! তব পুণ্যোৎসবে।

ত্যজ নিরাশ্রম বেশ; ঘুচাও এ জটা;
পর কণ্ঠে মণিময় হার,
খসায়ে রুদ্রাক্ষ; ধর বিচিত্র বসন,
খুলি এ বাকল; মাখ কুঙ্কুম চন্দন,
বিভূতি লেপন অঙ্গে কি কারণে আর'?

'হৈমপুর, হে অমাত্য'।—কহিলা নৃমণি,—
এখন অরণ্য জ্ঞান হয়।

নাহি ইচ্ছা মম আর ত্যজিতে এখন ;
কিন্তু তবু করি তব আরতি পালন।
তুমি আদেশিলে যাব পুনশ্চ আলয়।

কিন্তু সংসারেতে গেলে জাগিবে অন্তরে,
পাপজাত সন্তাপ বিশাল।
কি বুঝে জুড়াবে মন মনুষ্যের কাছে ?
প্রবোধের হেতু তবু এখানেতে আছে,
সিংহ ব্যাঘ্র হতে মন কিঞ্চিত ত ভাল।'

'পেয়েছ সুজ্ঞান। ত্যজ ভূপ এ বিলাপ।
গৃহেতে তুষিবে চল সবে'।
এত বলি কাটিলেন জটা মন্ত্রিবর ;
পরালেন মণিমালা, সুন্দর অম্বর,—
অলঙ্কৃত নানাবিধ রতন বিভবে।

যাত্রাকালে নরমণি কহিলেন দুখে,—
'রে কুটির যাই আমি গেহে !
পাতা তুলি রচেছি তোমারে তরু তলে,—
আতপ-বারণ ; ছিনু কত কুতূহলে
তবাশ্রয়ে ; কে আর রাখিবে তোরে স্নেহে ?

গৃহে যাব, হে লতে, সুচারু তরুবর !
দেহ মোরে বিদায় সকলে।

ক্ষমা কর, ছিঁড়েছি কত যে পত্র গুলি ;
নিয়ত কৌতুক-প্রিয় হয়ে ফুল তুলি
কত শত মালা গাঁথি পরেছি এ গলে।

মাধবী-কুন্তল-ভূষা,—পরিমলময়ী—
বনমুক্তা ! চলিনু ভবনে।
সাজাবে তোমরা সুকোমলা অবলারে,
শুভ্র নিধি ! জন্ম শোধ বিদায় এবারে
লই ; কিন্তু তবু দীনে থাকে যেন মনে।

গিরি হে ! হেসেছি কত তোমারে লইয়া,
করি সুখে প্রিয় আলাপন।
আসিতাম হ্রদ পতি ! সদা কাছে তব ;
কহিতাম তীরে বসি মন কথা সব ;
সে সুখের সম্ভাষণ ফুরাল এখন।

এ ভবে সম্বন্ধ সুধু কিছু দিন তরে ;
ভাল ! তবু ভাল বেসো দাসে ;
প্রণয়ে যে যায় দিন সেই মহা সুখ ;
দেখ যেন এ অধীনে হওনা বিমুখ,
এই ভিক্ষা মাগে ভিক্ষু তোমাদের পাশে।

এইরূপে আলাপিয়া, চলে যেতে ভূপ,
স্নেহে পুন চান কুঞ্জ পানে।

বনপ্রান্তে যথা রাজ-রাণীর শিবির,
গজপতি-গতি মন্দ, কত ক্ষণে ধীর,
উপনীত মন্ত্রী সনে হলেন সেখানে।

অদূরে নৃপতি-রত্নে সখীগণ হেরি,
কহিলা দেখ গো, দেখ, সই!
প্রফুল্ল বদনে কিবা হাসিয়া হাসিয়া,
আঁধার হৃদয়ে আজি আলো প্রকাশিয়া,
আমাদের নরমণি আসিছেন অই?

'চিনেছ, স্বজনি! যদি;—কহিলেন রাণী,—
'চিনেছ নিশ্চিত যদি তাঁয়;
(চেনে না ত সে রতনে নয়ন আমার!)
জিজ্ঞাস হতেছে না ত বিঘ্ন তপস্যার?
জিজ্ঞাস, এ দিকে তিনি যাবেন কোথায়?

নিশার আসার ভরে নম্রমুখী যথা
মানিনী নলিনী ধনী জলে,
হেরিয়া সহস্র অংশু বিনোদ কিশোর;
কিন্তু তবু বিচ্ছেদের পর সুখে ভোর,
পতি পানে বিনোদিনী চায় কুতূহলে।

তেমতি প্রেমাশ্রু ভরে নত করিমুখ,
পূর্ণ রাজ-রাণী অভিমানে

তথাপি আনন্দে ভূপে করেন দর্শন।
সমাদরে নরমণি মুচি দুনয়ন,
কহিলেন,—'এ কি প্রিয়ে আর সহে প্রাণে ?"

'ছি ছি ! কারে ভাবি, পরশিছ,'—কহিলেন
রাণী,—'অঙ্গ পরশিছ কার ?
দেখিতেছি রাজ-বেশ,—গম্ভীর মূরতি ;
ছুঁও না আমারে,—আমি কাঙ্গালিনী সতী।
রাজার নিকটে কেন দেখি অবিচার' ?

শিবির বাহিরে আসি দাঁড়ালেন মন্ত্রী,
মুচকি মুচকি হাসি মনে।
অধোমুখে নরমণি ধরি দুটী কর,
কহিলেন,—'এই করে আমি দিই কর,—
ভূমে আমি রাজা,—তুমি হৃদি সিংহাসনে।

প্রজার পালন,—আর প্রজার শাসন,—
এই নীতি যথায় তথায়,—
দেখ তব প্রজা যদি অপরাধী হয়,
কর দণ্ড তার ; কিন্তু সমুচিত নয়
সিংহাসন-চ্যুত হওয়া, কহিনু তোমায়।

এসো হৃদ-পদ্মাসনে, পদ্মিনী সুন্দরি !
শূন্য পড়ে রয়েছে আসন।

হৃদয়ের রাজা তুমি,—হৃদয়ে আসিয়া,
এসো,—ব'সো, সুলোচনি '! এতেক বলিয়া,
মুছিয়া দু আঁখি, করিলেন আলিঙ্গন।

কত ক্ষণে সম্বরিয়া শোক, কহিলেন
রাজ-বধূ সুমধুর স্বরে,—
' হা নাথ! মুছিলে কেন অশ্রু-বারি মম ?
নেত্র দুটী আমার সুহৃদ প্রিয়তম।
রেখেছে এ প্রাণ তারা বহু যত্ন করে।

পোড়ায় যখন মম এ পাপ হৃদয়
দুঃসহ বিরহ-হুতাশন ;
অমনি নয়ন দেয় বারি বরষিয়া,
গণ্ড হ'তে সেই বারি হৃদয়ে আসিয়া,
জুড়ায় আমার এই তাপিত জীবন।

বরেছে তোমারে মাত্র অভাগিনী ; কিন্তু
নাহি জানে পতি যে কেমন।
চতুরঙ্গ দলে যেতে ভ্রমিতে নগর ;
দেখিতাম উঠি সৌধ-প্রাসাদ-উপর,
এই মাত্র তব সঙ্গে ছিল আলাপন।

বনে ছিলে তপস্যার অনুরাগে ; কিন্তু
নারী-বধে ছিল না কি ভয় ?

বারির আশায় কত কাল বাঁচে প্রাণে
তৃষিত চাতকী, চেয়ে জলধর পানে ?
সয়েছি যাতনা যত কার প্রাণে সয় ?

কিন্তু পতিব্রতা দাসী,—সদা পতি-প্রাণা,
গুরু-নিন্দা করিবে কেমনে ?
ক্ষম দোষরাশি মম। অদৃষ্টের ফল,
গুণ-নিধি ! নিশ্চয় জেনেছি এ সকল।
কর্ম্মভোগ এ ভবে ঘুচাবে কোন্ জনে ?'

রাণীর বচনে সলজ্জিত নরপতি,
নীরবে থাকিয়া কতক্ষণ,
কহিলেন,—'এ সরম কেন, প্রিয়ে ! আর
দেহ মোরে ! অপরাধ হয়েছে আমার।
অনুগত জন-দোষ ধরে কোন্ জন ?

চল যাই পুর-মাঝে ; স্বচ্ছন্দে দুজনে
নিরন্তর থাকিব এবার।
না ঘটিবে কভু আর তিলেক বিচ্ছেদ।
চল যাই,—ঘুচাইব প্রিয়জন-খেদ ;
কাঁদিছেন সদা কত জননী আমার।'

প্রিয় বাণী শুনিয়া মহিষী, কহিলেন
মন-খেদে পতি পানে চেয়ে,—

‘ নিরখি তোমারে, নাথ! ফেটে যায় প্রাণ;
কৃশ কান্তিপুষ্ট তনু,—মলিন বয়ান!
দেখিতে এমন দশা পারে কোন্ মেয়ে!

এ আবার কি হে!—কিণ-লাঞ্ছন নিরখি
কর-পদ্মে তব কি কারণ?
কর নাই রণ,—নাহি শর, শেল, শূল,
মৌর্ব্বীর ঘর্ষণ। তুলি বনে ফল ফুল,
ভাঙি শাখা, বুঝি আহা হয়েছে এমন!

দেখি দেখি চরণ-রাজীব;—দেখ দেখি,
নাথ!—একি হয়েছে চরণে!
বহিছে রুধির-ধারা;—ক্ষত চিহ্ন কত!
বেজেছে কঙ্কর;—কুশাঙ্কুর; অবিরত
পদব্রজে ভ্রমিয়াছ যত বনে বনে।

দাও তুলি চরণ দুখানি; সেবি যত্নে;
চির-বাঞ্ছা পূরুক দাসীর।
আহা মরি! দেখ দেখি হয়েছে কি সব।
ডর হয় দিতে হাত। এ কাজ সম্ভব
নহে কভু, হে প্রাণবল্লভ! নৃপতির।’

‘ হে প্রিয়ে!’—কহিলা মৃদুস্বরে নরমণি,—
মথিনু সাগর; তব মুখ-

সুধা-রাশি তাই লভি আজ; প্রিয়জন
হইল আমার; জুড়াইল এ জীবন।
স্মরিয়া এ সব ভুলি তপস্যার দুখ।'

নিকটে আসিয়া মন্ত্রী কহেন সানন্দে,—
'আজি গেল চক্ষুর পাতক।
কালেতে সকলি ঘুচে, না ঘুচে সম্বন্ধ;
তবে যা ঘটেছে শুধু বিধির নির্ব্বন্ধ;
দম্পতি-মিলন নয় জলের তিলক।

পুরুষের অর্দ্ধ-অঙ্গ রমণী-রতন,—
রমণী-পুরুষ শিরোমণি।
শয়নের সহচরী,—সৌন্দর্য্য সম্পদে;—
দুঃখের ভাগিনী নারী;—সান্ত্বনা বিপদে;—
অভাবে বিভব,—রোগে ঔষধ রমণী।

মুছ মা জননি!—মুছ নয়নের ধারা;
বিরস হও না বৃথা আর।
চল সবে পুরমাঝে করিব গমন;
কানন মাঝারে কেন ব'সে অকারণ।'
আদরে দিলেন রাজা মুছি নেত্র-ধার।

নৃমণির সমাদরে সুখী হ'য়ে রাণী,
কহিলেন মধুর বচনে,—

দাসীরে এতই যদি কৃপা, নৃপবর!
দেখাইবে চল তবে কোথা সম্বৎসর,
কি ঐশ্বর্য্য লয়েছিলে এ গহন বনে।'

'হে প্রেয়সি! কুতুকিনী এত যদি তুমি,'—
কহিলেন ভূপ গুণাধার,—
এ সুরম্য বনালয় করিতে দর্শন,
চল তবে সখী সনে। হে মন্ত্রি-রতন!
তুমিও হেরিবে চল সম্পদ আমার।

এত বলি, প্রিয়া-করে ধরি, তরু-কাছে
কহিলেন নৃপ কুলোত্তম,—
এই যে দেখিছ তরু নবশ্যাম দল-
পরিবৃত,—সুশোভিত মঞ্জরী নির্ম্মল,
বিতরিত সুধা রস সদা অনুপম।

সদ্গুণে মোহিত হয়ে এদের যদ্যপি
দেখিতাম আমি কুতূহলে,
বলিতো আমারে যেন সঙ্কেত করিয়া,—
" এসেছ এ ধামে, ধীর! ভাণ্ডার খুলিয়া,
সর্ব্বদা তোমার মন তুষিব সকলে।

এই সব পত্র দিব রচিতে কুটির;
গন্ধ রসে নাসিকা তুষিব;

অঙ্গ ত্বক খুলি দিব করিতে বসন ;
দিব ফুলহার,—আমাদের বন ধন;
সুপক্ক ফলেতে তব ক্ষুধা নিবারিব।'

অই যে গিরিটী তব সম্মুখে, সুন্দরি!
সৌমিত্র-কিরীটী ও আমার।
কহিতাম কত কথা বসি নিরন্তর ;
প্রতিধ্বনি আসি মোরে দিতেন উত্তর।
কি সুখেতে ছিনু তাহা কি বলিব আর!

অই উচ চূড়াপরে বসি, শশিমুখি!—
বাঁশরী-সংযোগে গাইতাম,—
'জয় জীবগতি, জীব-পাতক-মোচন।'
হায় রে! কাঁপিত গিরি (অচল যে জন)
শ্রবণ করিয়া ভবেশের রুদ্র নাম।

এই হ্রদ আমার বিহার নিকেতন।
ফুল রাজি, বিহগ সমাজ,
আপন কৌতুকে থাকি সলিল মাঝারে,
যে দিন দিয়াছে দিব্য সুজ্ঞান আমারে,
প্রেমে কাঁদি সেই দিন মনে হ'লে আজ।'

'হে নৃমণি!'—কহিলেন মন্ত্রী সুভাজন,—
'এ বিবেক কার মনে হয়?

রাজ ভোগে থাকি সদা সুবর্ণ-ভবনে,
এত প্রীতি হলো তব বিজন কাননে ?
রাখিলে পৌরুষ বড় এ জগতময়।

চল এবে পুর মাঝে পশিব সকলে ;
রাজ-রত্ন বিনা রত্নপুর,
দিবসেতে আঁধার এখন। চল যাই
জননীর সন্তাপিত জীবন জুড়াই ;
চল পুরজন-দুখ করি গিয়া দূর।'

আনন্দে রাজেন্দ্র মহিষীর করে ধরি,
আরোহিলা মনোরথ-রথে।
নাদিল ঘর্ঘর ঘোর চক্র বিঘূর্ণিত।
তীর তূর্ণ বাজি রাজি খর খুরোত্থিত
ধূলা রাশি করিল আঁধার রাজ পথে।

উঠিলেন নিজ রথে ধীর মন্ত্রিবর,—
সুরথে উঠিল সখীগণ।
আগু পাছু বীর-গর্ব্বে সেনাগণ চলে,
অসি চর্ম্ম, ধনুর্বাণ ধরি করতলে।
ঘোরতর বাদ্যোদ্যমে পূরিল ভুবন।

কতক্ষণে উতরিল রথ সিংহদ্বারে।
মহোল্লাসে করিয়া উৎসব,

ভেটিতে আইল তুষ্টান্তরে পুরজন।
কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল ভবন।
আনন্দ-সাগরে আজি ভাসিতেছে সব।

রাজ-বংশ-অবতংস,—রাজ-কুল-মণি,—
　　　　রথ হ'তে সুখে অবতরি,
বন্দিলেন ভক্তিভাবে জননী-চরণ।
পরশি সর্ব্বাঙ্গ রাজ-প্রসূ (দরশন
করিতে অক্ষম) কহিলেন খেদ করি,—

'তুই কি রে ঘরে এলি, পুত্র প্রাণাধিক!—
　　　　এলি বাছা হারাধন মোর!
কি দোষ পাইয়া এত হইলি নিদয়?
জননীরে এত জ্বালা দিতে কি রে হয়?
মারে প্রাণে মারে কার কুমার কঠোর?

অকূল পাথারে বাছা! গেলি ভাসাইয়া
　　　　এ তোর দুখিনী জননীরে।
না ভাবিলি ক্ষণকাল অবোধ নন্দন!
কার মুখ হেরি বাঁচে মায়ের জীবন।
কে দেয় প্রবোধ যবে ভাসি অশ্রু-নীরে।

তোর বাছা তপোবেশ!—কুটীরেতে বাস।
　　　　বনে বনে ফল মূলাহার!

ক্ষীর সর ননী দিয়া করেছি পালন ;
এও নাকি মার প্রাণে সয় বাছাধন !
আয় কোলে জুড়াক্ এ হৃদয় আমার'

জননীর পদে ধরি কাঁদিয়া নৃপতি,
মন খেদে কহেন সভয় ,—
'পুষিলে যে অজাগর স্তন-দুগ্ধ দানে,
পোষিকার হৃদে সেই বিষদন্ত হানে ;
এ কাল ভুজগ তব নয় ত তনয়।

আমার অধিক আর জগত মাঝারে,
কে অধিক কালকূট ধরে ?
ভয়েতে পরাণ মোর সর্ব্বদা ব্যাকুল,
পিছে ধায় অনুতাপ দুরন্ত নকুল ;
পরিত্রাণ নাই যদি লুকাই বিবরে।

কি কল্যাণ হতো মম থাকিলে নিয়ত
ঘোরতর তিমির-প্রভাব।
এ কাল মুখের ভঙ্গী কেহ না দেখিত ;
কালী-মাথা তিমিরের সঙ্গেতে মিশিত ;
উত্তম শোভিত তার স্বভাবে স্বভাব।

হে জননি! কত দোষ করিয়াছি পদে,
কি হবে বিলাপ করি আর !

এই মাত্র সমুচিত হতেছে এখন,
কলুষ-কলঙ্ক-রাশি করিতে মোচন,
তোমার চরণে দেহ লোটায়ে আমার।

দেহ পদ মস্তকে ধরিব একবার,
তবে মম জুড়াবে জীবন।'
অনুতাপে ব্যাকুল হইয়া নৃপবর,
পড়িলেন পদ-তলে; নেত্রে দর দর
অশ্রু-ধারা। আশ্বাসিয়া জননী তখন,—

'থাক বাছা নেত্র-মণি হও না কাতর,
তব অপরাধ কিছু নাই।
ধরিতে না হবে আর আমার চরণ।
আপন পুত্রের দোষ কে করে গ্রহণ?
সুখে থাক,—যাক তব আপদ বালাই

মরেছিনু, বাছাধন! তোমার বিহনে;
মৃত-দেহ বাঁচালে আমার।
রাজ-গেহে রাজ-ভোগে সদা সুখে থাক;
এক বার দুখিনীরে মা বলিয়া ডাক;
বহুদিন শুনি নাই মা বলা তোমার!

পাইয়াছ ক্লেশ বন-বাসে, প্রিয়তম!
রাজ-ছত্র কালিকে প্রভাতে,

ধরুক কিঙ্কর তব শিরে মহোৎসবে
দেখুক গুণের সুত পুরবাসী সবে,—
দেবরাজ যেন হায় অমর-সভাতে।

আইল যামিনী। নিজস্থানে গেল সবে।
প্রণাম জননী-পদে করি,
শয়ন-মন্দির মাঝে গেলেন নৃপতি।
আনন্দিতা রাজ-রাণী পেয়ে প্রাণ-পতি,
নিমিষে করেন গত সুখের সর্ব্বরী।

গাত্রোত্থান করি ভূপ, স্নানান্তে পরিলা
সুবিচিত্র বসন ভূষণ।
বিতরিলা রত্ন-রাশি দীন হীন জনে।
কহিলেন নম্রভাবে অনুচরগণে,—
'আমার দক্ষিণে রাখ মন্ত্রির আসন।

যেমতি ধরিবে ছত্র আমার মস্তকে,—
মম অঙ্গে ঢুলাবে চামর,
তেমতি ধরিবে ছত্র মন্ত্রি শির পরে,—
তেমতি কিঙ্করগণ! ঢুলাবে চামর;—
মন্ত্রির গুণেতে আমি বাঁধা নিরন্তর।'

নৃপাজ্ঞায় দাসগণ রাখিলা দুখানি,
মণিময় দিব্য সিংহাসন।

দক্ষিণে বসিলা মন্ত্রী বামে নৃপবর।
রাজার জননী চুম্বি মস্তক উপর
আশিষিলা ধান্য দূর্ব্বা করিয়া অর্পণ।

মঙ্গল আচার করে আনন্দে সকলে,—
সকলের মুখে সুখ-ধ্বনি।
মন্ত্রির সুযুক্তি ভূপ লইয়া নিয়ত,
পালন করেন সুখে প্রজাগণ যত
পালিলেন প্রজা যথা রঘুকুলমণি।

সম্পূর্ণ।